আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

১২৪

মাসিক সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

৩৩ তম সংখ্যা অক্টোবর'০৯

সময়ের সাহসী সৈনিক অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল আর নেই

আল্লামা হাফেজ এম এ জলিলের দাফন সম্পন্ন

হাফেজ এম এ জলিলের দাফন সম্পন্ন

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রচারে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail : hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

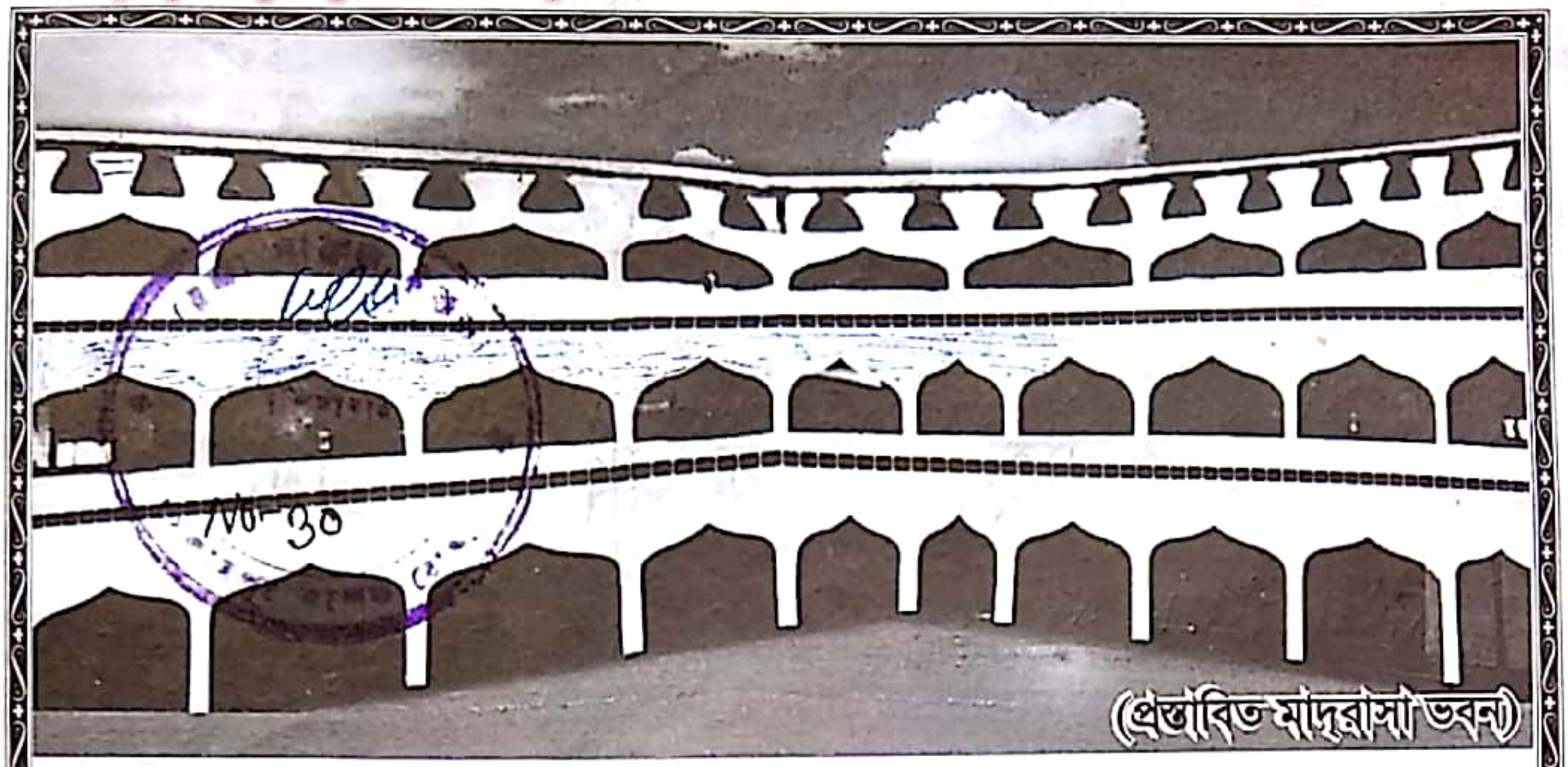

আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা

(সরকারী মঞ্জুরীপ্রাপ্ত) 📖 স্থাপিত ঃ ১৯৯৫ ইং

পোঃ পাঠান বাজার, উপজেলাঃ মতলব উত্তর, জেলাঃ চাঁদপুর।

মুক্তহস্তে দান করুন

প্রিয় দেশী- প্রবাসী সুন্নী মুসলমান ভাই ও বোনেরা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস; "প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা নর-নারী সকলের জন্যই ফরয"। আল্লাহর প্রিয় হাবীবের এই হাদীসকে কেন্দ্র করে চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) থানার অন্তর্গত ৪নং সাদুল্লাপুর ইউনিয়নে "আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা" ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ২০০১ সালে দাখিল খোলার সরকারী অনুমতি এবং ২০০৬ সালে মঞ্জুরী লাভ করেছে। ৮৫০ জন ছাত্রী নিয়ে মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ২০০৪ সালে ১৩ জন ছাত্রী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১১ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ১ জন ১ম বিভাগ পেয়েছে। ৫ম শ্রেণীতেও ১ জন মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে। ২০০৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় ৫ জন প্রথম বিভাগসহ ১২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০০৬ সালে ১৩ জনের মধ্যে ৮ জন প্রথম বিভাগ ও ১ জন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। মোট ৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০০৭ সালে বোর্ড পরীক্ষায় ৩৮ জন পরীক্ষা দিয়ে ৩৪ জন পাশ করেছে। তন্মধ্যে ২০ জন প্রথম বিভাগ এবং ১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। ২০০৮ সালে দাখিলে ৩০ জনের মধ্যে ২জন এ প্লাস গোল্ডেন, ১ জন এ প্লাস, ১২জন এ গ্রেড, ৮ জন এ মাইনাস ও ৭ জন বি গ্রেড পেয়ে সবাই পাশ করেছে।

মাদ্রাসার নিচু জায়গাঁ ভরাট করে একটি ৪তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করা একান্ত দরকার। এ বাবদ আপাততঃ ৩২ (বত্রিশ) লাখ টাকার প্রয়োজন।

অতএব, দেশী ও প্রবাসী ভাই-বোনদের খেদমতে আরয-আপনাদের যাকাত ফিতরা, সদকা, মান্নত এবং লিল্লাহ্‌ ফাণ্ড হতে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসার উক্ত খাতে দান করে মেয়েদের সুন্নী দ্বীনী শিক্ষার সুযোগ দিন। খাতুনে জান্নাতের (রাঃ) উছিলায় আপনাদের সন্তানাদির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। আপনার দান সরাসরি নিম্ন ঠিকানায় গ্রহণ করা হয়।

আরযগুজার

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল

জমিন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা

আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।

যোগাযোগের ঠিকানা

৩/৯ জয়েন্ট কোয়ার্টার, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৪৬৯২০৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২৪

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
Principal Hafez MD. Abdul Jalil
(MM.MA.BCS)
Secretary General, Ahle-Sunnat Wal Jama'at Bangladesh

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল
প্রকাশনা সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৪০৪৭৬৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
সমাজ কল্যাণ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

প্রশ্ন উত্তর ও ফতোয়া বিভাগ
মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী
পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল-কাদেরী
পীরে তরীকত আল্লামা আবুল বশর আল কাদেরী
অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী
ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
পীরে তরীকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী
পীরে তরীকত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম

সহযোগিতায়
কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী,
মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আল-কাদেরী,
এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী,
অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট,
মুহাম্মদ জামাল মিয়া, মুহাম্মদ আবদুল মতিন, মুহাম্মদ হাশেম,
আমিনুল ইসলাম তালুকদার, আবুল হোসেন, নূরে আলম,
শাকের আহমদ, আবুল হাশেম, আবদুল আজিজ, আবদুল
মালেক, মৌলভী মোহাম্মদ আবুল খায়ের , আবু তাহের,
সেকান্দার হোসেন সুমন, মহিউদ্দীন, আবু সাঈদ।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ
বাংলাদেশ (প্রতি কপি) ১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক) £2.00
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক) $ 24.00
সৌদীআরব (বার্ষিক) S.R. 48.00
কুয়েত (বার্ষিক) Dinar 12.00
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক) Euro 15.00

প্রচারে ঃ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা, কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মূদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	- ০২
জালীলুল বয়ান ফী তাফসীরুল কুরআন	- ০৩
দরসে হাদীস	- ১২
সুন্নীয়তের ইতিহাসে এক সাহসী পুরুষ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু আল্লামা এম.এ.জলিল	- ১৫
উস্তাজুল উলামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ)কে যেমন দেখেছি	- ১৭
অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ জলিল (রহঃ) কে যেমন দেখেছি	- ১৮
আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) স্মৃতিকথার কিছু ব্যথা	- ২০
এ কেমন এ্যাক্সিডেন্ট!	- ২৩
সুন্নীয়তের অনন্য প্রতিভা আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ)	- ২৪
বাতিলের আতঙ্ক অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ)	- ২৫
হুজুরের ইন্তেকালে আমরা একজন অভিভাবক হারিয়েছি	- ২৬
হৃদয় জাগরণে: অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল	- ২৭
একটি নক্ষত্রের পতন! অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি	- ২৮
বীর জলিল (রহঃ)	- ২৯
বিভিন্ন স্থানে অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণসভা	: - ৩০

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী : নূন্যতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী : নূন্যতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক : বার্ষিক-£12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক : (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Hafez MD. Abdul Jalil
SB A/C 2593 Bangladesh Krishi Bank
Tajmahal Road Br, Mohammadpur, Dhaka-1207

দেশী মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

অধ্যক্ষ হাফেয মোঃ আব্দুল জলিল
৩/৯জয়েন্ট কোয়ার্টার, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

সম্পাদকীয়

সময়ের সাহসী সৈনিক অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল আর নেই

হক বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যুগে যুগে ইসলামের শত্রুরা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রকমারি অবয়বে পৃথিবীর বুকে আবির্ভুত হলেও সত্যের মশলাধারী দ্বীন- মাযহাব- মিল্লাতের অতন্দ্র প্রহরী, অকুতোভয়, সৈনিকদের হুংকারে বিদায় নিয়েছে সেসব বাতিল অপশক্তি; হারিয়ে গেছে তার ইতিহাসের চোরাবালিতে। সে যুগের খারেজী-রাফেজী থেকে শুরু করে এ যুগের ওহাবী-মওদুদী-তাবলীগীরা একটি মাত্র এজেন্ডা বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছে বিশ্বমানচিত্রে- "যেভাবেই হোক মানুষের হৃদয় থেকে নবীপ্রেম ছিনিয়ে নিতে হবে।" কিন্তু তারা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি-পারেনি কতিপয় সত্যিকার নায়েবে রাসূল, বীর সেনানীর দূর্বার আন্দোলনে। ভেসে গেছে তাদের ষড়যন্ত্র, উড়ে গেছে তাদের দূর্গ, মুছে গেছে তাদের নাম-নিশানা। ভারতের দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর হতে এতদঅঞ্চলে নবীদ্রোহী- ওহাবীরা মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে। তাদের বাতিল- কুফরী মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ব্রেলভী (রহঃ)। লড়েছিলেন তিনি একাই সমস্ত দেওবন্দী ওহাবীদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে তারই সুযোগ্য উত্তরসুরীরা পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে- কলমযুদ্ধ- তর্কযুদ্ধ ইত্যাদি চালিয়ে যান সমানতালে। ফলে বাতিলরা তেমনটা সুবিধা করতে পারলনা। বাংলার যমীনে আ'লা হযরতের সুযোগ্য এমন একজন উত্তরসূরীর নাম আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল (রহঃ)। যিনি দীর্ঘ ৭৭ বৎসরের একটি সংগ্রামী জীবন ইতিহাসের পাতায় উপহার দিয়ে বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর'০৯ বুধবার রাত ১০:১০ ঘটিকায় চলে যান মাওলায়ে হাকীকীর মহান সান্বিধ্যে। ভাসিয়ে গেলেন আমাদেরকে শোক সাগরে। তাঁর বিদায়ে লাখো- কোটি সুন্নী মুসলমান হারাল এক মহান অভিবাবক, সন্তানেরা হারাল একজন আদর্শ পিতা, লক্ষ-লক্ষ ছাত্র হারাল একজন অতুলনীয় শিক্ষক, আদর্শের অনুসারীরা হারাল একজন অবিসংবাদীত নেতা, মুসল্লিরা হারাল একজন শতাব্দীর সেরা খতীব, নবীপ্রেমিকরা হারাল একজন দক্ষ নাবিক, অনুসন্ধিৎসু পাঠকরা হারাল একজন কালজয়ী গবেষক। তিনি এলেন, জয় করলেন আবার চলে গেলেন। গড়ে তুললেন লক্ষ-কোটি হৃদয়ে প্রেমের কানন। ভক্তরা প্রতিদিন সিক্ত করছে সেই কানন- 'অশ্রুমালা' দিয়ে। প্রিয় নবীজী এতদিনে হয়তো কোলে তুলে নিয়েছেন তাঁর এই অসাধারন প্রেমিককে। গাউছে পাক হয়তো হাত ধরে পৌছে দিয়েছেন আশেককে দয়াল নবীজির নূরানী দরবারে। আমরা কী আর করব তার জন্য। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। রেখে গেছেন অনেক স্মৃতি-নিদর্শন আর সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার সুদুর প্রসারী কর্মসূচী। তাঁর রেখে যাওয়া কর্মসূচী বাস্তবায়নই আমাদের দায়িত্ব। আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাই সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। গড়ে তুলি প্রেমের মিনার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জলীলুল বয়ান
ফী তাফসীরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

(১২৩ এর পর)

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (৩৫)

সরল অর্থ ঃ (৩৫) "আমি বললাম, হে আদম! তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ঐ জান্নাত থেকে যা চাও, যেখান থেকে চাও-পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে থাকো, কিন্তু এই বৃক্ষের কাছেও যেয়োনা। তাহলে তোমরা উভয়ে সীমালংঘনকারী হয়ে যাবে"।

পূর্ব আয়াতের সাথে সংযোগ ঃ

(১) পূর্ব আয়াতসমূহে হযরত আদম (আঃ) -এর সৃষ্টি থেকে ফিরিস্তাদের দ্বারা সিজদা করানো পর্যন্ত কয়েকটি নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবার একটি বিশেষ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তাঁকে জান্নাতে বসবাস করার এবং নেয়ামত সমূহ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে কিছু নিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে অত্র আয়াতে। সুতরাং কাহিনী ও ঘটনার ধারাবাহিকতা এতে বজায় রয়েছে।
(২) পূর্ব আয়াতে যমীনে খেলাফতে এলাহী কায়েম করার জন্য হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খেলাফত পরিচালনার জন্য যেসব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে- তা শিখানোর জন্য সাময়িকভাবে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ্পাক। সুতরাং পূর্বে ছিল শিক্ষার কথা-এখন বলা হচ্ছে প্রশিক্ষণের কথা।

খোলাসা তাফসীর ঃ

পূর্বে আমরা জেনেছি- কিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করলেন। কিভাবে সব বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। কিভাবে উপযুক্ত করে তুললেন। কিভাবে ফিরিস্তার দ্বারা তাঁর খেলাফতের স্বীকৃতি আদায় করলেন। কিভাবে ফিরিস্তারা তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলো। এতসব করার পর এবার আল্লাহ্পাক তাঁকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার এবং সস্ত্রীক বেহেস্তে থাকার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে যথা ইচ্ছা চলাফেরা করা, ফিরিস্তা কর্তৃক বেহেস্ত রক্ষণাবেক্ষণ করার পদ্ধতি ও নিয়ম কানুন দেখা এবং কোন্ বস্তুর কি গুনাগুণ ইত্যাদির বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা হলো। সাথে সাথে তাঁর উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হলো। বিধি নিষেধ লংঘন করলে কি পরিণতি ভোগ করতে হয়-তাও তাঁকে জানিয়ে দেয়া হলো। দুনিয়া পরিচালনা করতে হলে এগুলোর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- বাদশাহ্ কাউকে বড় দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে তার জন্য কিছু বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কেননা, শিক্ষা এক জিনিস, আর বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য জিনিস। হযরত আদম (আঃ) বেহেস্তে ফিরিস্তাদের উপর কর্তৃত্ব করেছেন। জান্নাতের ইমারতসমূহ ও বাগান সমূহের প্রস্তুত প্রণালী দেখেছেন। জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ভোগ করেছেন। বিধি নিষেধ লংঘন করে তার পরিনতিও ভোগ করেছেন। এত প্রিয়বস্তু পেয়ে তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভোগান্তি তিনি ভোগ করেছেন। দুনিয়াতে এসে এসবের মুখোমুখি হতে হবে। তার আওলাদগণকেও এসব বিষয়ের সম্মুখীন হতে হবে। তাকে এভাবে বিরাট অজ্ঞিতার মালিক বানিয়ে পরে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে।

তদুপরি- জান্নাত ও তার নেয়ামত আওলাদে আদমের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই তাকে সন্তানদের বাসস্থান দেখানো হয়েছে। তাঁর কাছে শুনে যেন তারা তা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং গাফেল হয়ে যেন বসে না থাকে।

হযরত আদম (আঃ) কে আল্লাহ্পাক জান্নাতে থাকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁর অধীন হয়ে তাঁর স্ত্রীকেও থাকার ব্যবস্থা করলেন। এতে বুঝা যায়- নারীরা সর্বদা স্বামীর ব্যবস্থাপনার অধীন। নারী স্বাধীনতা পৃথক কোন জিনিস নয়-স্বামীর ঘর সংসার রক্ষা করার বিরাট দায়িত্ব স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তারা দাসী নয়- বরং সংসারের রাণী। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌পাক স্বামী-স্ত্রীকে যৌথভাবে খাওয়া দাওয়ার আহ্বান জানানোর মধ্যে একটি বিরাট হেকমতের কথা ইঙ্গিত করেছেন অত্র আয়াতে। তাহলো- খাওয়া দাওয়া একসাথে করবে। তাহলে মহব্বৎ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। স্বামী-স্ত্রী পৃথকভাবে খাওয়া দাওয়া করলে তাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেড়ে যায়। ইহাই আয়াতের শিক্ষা।

অত্র আয়াতের কিছু শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ

(১) يَـٰـادَمُ اسْـكُـنْ اَنْـتَ وَزَوْجُـكَ الْـجَـنَّـةَ "হে আদম, তুমি জান্নাতে বসবাস করো এবং তোমার স্ত্রীও"। এখানে বসবাসের জন্য দু'জনকে একসাথে সম্বোধন না করে শুধু হযরত আদমকেই পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। এর একটি কারণ হলো- জান্নাতের মূল বাসিন্দা হবে পুরুষ লোক। স্ত্রীরা থাকবে তাদের অধীন। হযরত আদম (আঃ) কে খেলাফতের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যই জান্নাতে থাকার আয়োজন করা হয়েছিল। زوج স্বামী এবং স্ত্রী- উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় زوجة ব্যবহার করা হয় স্ত্রীর ক্ষেত্রে। এখানে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার না করার কারণ হলো- হযরত আদমের বিপরীতে زوج ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এখানে স্ত্রী না হয়ে স্বামী হতে পারে না। হযরত হাওয়াকে জান্নাতে রাখার তিনটি কারণ আছে। স্বামীর মনের প্রশান্তি, জান্নাতী হুরদের অলঙ্কারাদি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দর্শন এবং সে অনুযায়ী দুনিয়ার ঘর সংসার সাজানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

(২) হযরত হাওয়ার সৃষ্টি ঃ

দুনিয়ার দু'জন মানুষের পিতা-মাতা ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ছিলনা। তাঁরা হলেন হযরত হাওয়া ও হযরত আদম আলাইহিমাস সালাম। হযরত আদমের সৃষ্টি হয় দুনিয়াতে নো'মান পাহাড়ের পাদদেশে। হযরত হাওয়ার সৃষ্টি হয় জান্নাতে। হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে কিছুতেই সুখ-শান্তি পাচ্ছিলেন না। কেননা মানুষের মনের বেদনা মানুষই বুঝতে পারে। তাই একদিন নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে হযরত আদম (আঃ) তাঁর পার্শে হযরত হাওয়াকে দেখতে পেলেন। তাঁর ঘুমের মধ্যে ফিরিস্তারা তাঁর বাম পাঁজরের একটি হাঁড় নিয়ে হযরত হাওয়াকে পয়দা করেন। জীবিত লোক থেকে পয়দা হওয়ার কারণে তাঁর নাম রাখা হয় হাওয়া। এ বর্ণনা দিয়েছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা।

(৩) জান্নাত কোথায় ?

হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে যে জান্নাতে রাখা হয়েছিল- তা ছিল আট জান্নাতের অন্তর্ভূক্ত। সেখান থেকেই তাঁদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়। সমস্ত তাফসীর বিশারদগণের মতে اِهْبِطُوْا مِنْهَا অর্থ- "উপরে অবস্থিত জান্নাত থেকে তোমরা নীচে নেমে যাও"। وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ "যমীনে তোমাদের পরবর্তী বাসস্থান নির্ধারণ করা হলো"। এসব আয়াত প্রমাণ করে- তাঁরা মূল জান্নাতেই ছিলেন। কিন্তু কিছু গোমরাহ্ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা বলছে- "জান্নাত অর্থ বাগান- বেহেস্ত নয়। মাওলানা আক্রাম খাঁ তার তাফসীরে বলেছে- হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করে পৃথিবীর মধ্যে তখনকার উঁচু বাগান "এডেনে" রাখা হয়েছিল। পরে নিম্ন ভূমি 'মক্কায়' প্রেরণ করেন। কেউ বলেন- ফিলিস্তিনের বাগান ঘেরা স্থানে রাখা হয়েছিল- পরে হিন্দুস্তান বা শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। তাদের এসব কথা গ্রহণযোগ্য নয়- কেননা, এসব কথার সমর্থনে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না।

(৪) وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا - "তোমরা উভয়ে জান্নাতের সবধরনের ফল ফলাদি খেতে থাকো"। এই সম্বোধন একসাথে স্বামী-স্ত্রীকে করা হয়েছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে- খাওয়া দাওয়া স্বামী-স্ত্রী একসাথে করলে তাতে আনন্দ পাওয়া যায় বেশী এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বাড়ে।

رغدا অর্থ- বিনা বাধা বিপত্তিতে কিছু ভোগ করা, যত ইচ্ছা খাওয়া। কেননা, সেখানে বদ হজমী বা ব্যথা

বেদনার কোন ভয় নেই।

(৫) حَيْثُ شِئْتُمَا ঃ "যথায় ইচ্ছা তোমরা ভ্রমণ করতে পারবে"। জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের রং বে-রংয়ের প্রাসাদসমূহ রয়েছে। এ সব কিছুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে হযরত আদম (আঃ) দুনিয়াতে এসেছিলেন। তাঁর আওলাদগণ ঐ নমুনায় যেন দুনিয়া সাজাতে পারে। দুনিয়া হলো- আখেরাতের নমুনা।

(৬) وَلَاتَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ ঃ "তোমরা এই বৃক্ষটির কাছেও যেয়োনা"। এই আদেশটির দুটি দিক আছে। শাব্দিক অর্থে- শুধু গাছের কাছে যেতে তাঁদেরকে বারন করা হয়েছিল। ফল খাওয়ার কথা সরাসরি নিষেধ করা হয়নি। আরেকটি অর্থ হলো- "ফল খাওয়া তো দূরের কথা- এই বৃক্ষের কাছেও ঘেঁষবে না"। প্রথমটি হলো- عبارة النص দ্বিতীয়টি হলো- دلالة النص। প্রথমটি ছিল পরোক্ষ নিষেধ। দ্বিতীয়টি হলো প্রত্যক্ষ নিষেধ। এভাবে বললে কথার জোর হয় বেশী। সারর্মম হলো- ঐ বৃক্ষটির ফল খাওয়ার জন্য কড়াকড়ি ভাবে নিষেধ করা হয়েছিল"। নবীগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশের এবারত, দালালাত, ইশারা ও ইক্‌তিযা- এই চার প্রকারে মর্ম বুঝেন। একশ্রেণীর ওহাবী আলেম কোরআনের শুধু এবারতের অর্থ করে- বাকী তিনটির অর্থ করেনা। তাই কোরআনের পুরাপুরি মর্ম লোকেরা বুঝতে পারে না। এর দ্বারা কোরআনের অপব্যাখ্যার সৃষ্টি হয়।

যে গাছটির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্‌পাক হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে তা খেতে নিষেধ করেছিলেন- তা ছিল গম বা গন্দম। এজন্যই আওলাদে আদমের প্রধান খাদ্য হলো গম ও আটা। পরকালে জান্নাতে গম বা চাউল থাকবে না- থাকবে শুধু ফল ফলাদি। কেননা, গম আটা চাউল- এগুলো হলো খাদ্য জাতীয়। বেহেস্তে থাকবে ফলজাতীয়। এই বর্ণনা তাফসীরে ইবনে আব্বাসে রয়েছে।

(৭) فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ঃ "তাহলে তোমরা সীমা লংঘনকারী হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌পাক গন্দম খাওয়ার পরিনতিও বলে দিলেন- "তাহলে তোমরা সীমা লংঘনকারী বলে গণ্য হবে। ظلم অর্থ وضع الشئ على غير محله অর্থাৎ- কোন বস্তুকে সঠিক স্থানে ব্যবহার না করার নাম যুলুম। এক মানুষ অন্য মানুষের উপর যে অত্যাচার চালায়- তার নাম এজন্য যুলুম রাখা হয়েছে যে, সে তার শক্তি যথাস্থানে ব্যবহার করেনি। সে তার সীমা লংঘন করেছে। আরবী বাগধারায় ظلم অর্থ সীমা লংঘন করা। হযরত আদম এবং বিবি হওয়া আলাইহিমাস সালাম গন্দম খেয়ে সীমারেখা লংঘন করেছিলেন সত্য- কিন্তু প্রচলিত অর্থে যালেম ছিলেন না। কেননা নবীগণ কখনও যালেম হতে পারেন না। কিন্তু অবাক লাগে- বয়ানুল কোরআন, মা'আরিফুল কোরআন ইত্যাদি ওহাবী তাফসীরে আয়াতের অর্থ করা হয়েছে- "অন্যথায় তোমরা উভয়ে যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে"। (নাউযু বিল্লাহ্‌)।

কিছু জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ আয়াতে বুঝা যায়- হযরত হাওয়া (আঃ) হযরত আদম (আঃ) -এর কন্যা ছিলেন। কেননা, তিনি তাঁর থেকে পয়দা হয়েছেন। এটাতো বাপ-বেটীর আলামত। তাঁর সাথে বিবাহ হলো কি করে?

উত্তর ঃ বেটা-বেটি বা সন্তান বলা হয়- যারা কারো বীর্য দ্বারা পয়দা হয়, অথবা স্বামী স্ত্রীর মিলনের দ্বারা পয়দা হয়। এটাই সন্তানের সাধারণ সংজ্ঞা। হযরত ইছা (আঃ) শুধু মায়ের গর্ভে পয়দা হয়েছেন- পিতা ছাড়া। এটা ছিল কুদরত প্রদর্শন। তাই তিনি হযরত মরিয়মের বেটা। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিতা-মাতার মিলনের পূর্বেই কপাল চুম্বনের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্‌র কপাল হতে হযরত আমেনা (রাঃ) -এর গর্ভে নূর হিসাবে গমন করেন। তবুও তিনি পিতা-মাতার সন্তান। আল্লাহ্‌র কুদরত ও নবীজীর মোজেযা ছিল এটি। এছাড়া সব সন্তানই বীর্যের মাধ্যমে পয়দা হয়ে থাকে। হযরত হাওয়া এই প্রক্রিয়ায় পয়দা হননি। তিনি হযরত আদমের বাম পাঁজরের হাঁড় দ্বারা পয়দা হয়েছিলেন। তাই তিনি হযরত আদমের বেটী ছিলেন না। সুতরাং তাঁর সাথে বিবাহ হওয়ার অর্থ বেটী বিবাহ করা নয়।

প্রশ্ন ঃ হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে ছিলেন বলে অত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতে যে জান্নাতের কথা বলা হচ্ছে, তা মূল জান্নাত হতে পারে না। কেননা, জান্নাতে একবার প্রবেশ করলে তার থেকে বহিষ্কার করা হবে না বলে স্বয়ং কোরানেই বর্ণিত আছে-خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا অর্থাৎ- "জান্নাতে প্রবেশকারীরা তথায় চিরকাল থাকবে"। হযরত আদম (আঃ) -এর সাথে বিশেষ ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে- তিনি মূল বেহেস্তে ছিলেন না। যদি থাকতেন- তাহলে সেখান থেকে বের করা হতো না- যেমন বের করা হয়নি হযরত ইদরিছ (আঃ) কে।

উত্তর ঃ চিরস্থায়ী জান্নাত তখন নসীব হবে- যখন কর্মফল ভোগ করার জন্য নেয়া হবে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে তো জান্নাতে নেয়াই হয়েছে সাময়িক প্রশিক্ষণের জন্য। সুতরাং তাঁদেরকে বের করে দেয়ার মধ্যে নীতির কোন খেলাফ হয়নি। হযরত ইদরিছ (আঃ) এবং অন্যান্য শুহাদাগণের আত্মা এখন জান্নাতে আছে- কিন্তু কিয়ামতের সময় পূনরায় বের করে এনে হিসাব নিকাসের পর পূনরায় সাওয়াব প্রাপ্তির জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

দেখুন! আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ রজনীতে কি জান্নাতে প্রবেশ করেন নি? আবার ফিরে আসলেন কি করে? বুঝা গেল- হযরত প্রিয়নবী, হযরত আদম, হযরত ইদরিছ আলাইহিমাস সালাম এবং শহীদগণের জান্নাতে অবস্থান করা হলো সাময়িক ব্যবস্থা- চিরস্থায়ী নয়। আপনাদের আপত্তি ও নীতি সঠিক নয়।

প্রশ্ন ঃ শয়তান পূর্বে জান্নাতে আসা যাওয়া করতো। সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণে বহিস্কৃত হলো। এরপর আবার সে কি করে জান্নাতে গিয়ে বিবি হাওয়াকে ধোঁকা দিল?

উত্তর ঃ শয়তান বেহেস্তে প্রবেশ করেছিল চোরের বেশে। দেখুন! মসজিদ হলো মুসল্লীদের জায়গা। সেখানে জুতা চোরও তো প্রবেশ করে। মুসল্লীদের মসজিদে প্রবেশ হলো সম্মানের জন্য, চোরের প্রবেশ হলো অপমানের জন্য। শয়তান আগে যাতায়াত করতো সম্মানের সাথে। এখন যাতায়াত করে চুরি করে চুপে চুপে। এটার অনুমতি ছিল। গন্দম খাওয়ার ঘটনার পর আমাদের নবীজীর যুগে স্থায়ীভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এখন সে আকাশেও যেতে পারে না।

প্রশ্ন ঃ উপরের আলোচনায় দেখা গেলো- হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে ঘুমাতেন। জান্নাত তো ঘুমানোর জায়গা নয়?

উত্তর ঃ কিয়ামতের পর যারা জান্নাতে যাবে- তাদের নিদ্রা হবে না। হযরত আদম (আঃ) -এর জান্নাত নিবাস ছিল অতীতে। ঐ সময় ঘুমানো যেতো।

প্রশ্ন ঃ আয়াতে বুঝা যায়- নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলে যালেম হয়ে যাবে। হযরত আদম (আঃ) কি ফল খেয়ে যালেম হয়েছিলেন? যালেম কি নবী হতে পারে?

উত্তর ঃ কোরআন মজিদে যুলুম (ظلم) কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, শিরিক, কুফর, অত্যাচার, ফিস্‌ক, সীমা লংঘন করা- ইত্যাদি। হযরত আদম (আঃ) -এর ক্ষেত্রে যুলুমের অর্থ হলো সীমা লংঘন করা এবং নির্দেশের যথাযথ ব্যবহার না করা। কোন নবী যালেম বা অত্যাচারী, মুশরিক, কাফের হতেই পারেন না (নাউযুবিল্লাহ্)।

অত্র আয়াতে যুলুমের অর্থ হলো- খেলাফে আওলা বা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করা। দেখুন- আমরাও মুমিন এবং আল্লাহ্ও মুমিন। তাই বলে কি দুই মুমিনের এক অর্থ হবে?

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٣٦)

সরল অর্থ ঃ (৩৬) "অতঃপর শয়তান তাঁদের উভয়কেই পদস্থলন ঘটালো। অতঃপর তাঁরা যেখানে ছিলেন- সেখান থেকে পৃথক করে দিলো। আমি বললাম- তোমরা নীচে নেমে যাও। তোমরা একে অন্যের শত্রু হবে। তোমাদেরকে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যমীনে অবস্থান করতে হবে এবং সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পূর্ব আয়াতের সাথে সংযোগ ঃ

পূর্ব আয়াতসমূহে হযরত আদম (আঃ) -এর প্রতি বিশেষ নেয়ামতের কথা উল্লেখ ছিল। বর্তমান আয়াতে মানব জাতির প্রতি একটি গোপন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তাহলো- হযরত আদম (আঃ) জান্নাত হতে দুনিয়াতে এসে বাদশাহীর সম্মান পাবেন। তাঁর দুনিয়াতে আগমন ছিল হাজারো নেয়ামতের দ্বার উম্মোচন। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি ছিল কষ্টদায়ক- কিন্তু হাকিকতে ছিল রহমত বর্ষণ। সবচেয়ে বড় রহমত ছিল- হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে আমাদের প্রিয় নবীর আগমন। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন নবীজীর বাহন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

انى اهبطت الى الارض مع آدم

অর্থাৎ- "হযরত আদম (আঃ) একা দুনিয়াতে নেমে আসেন নি- আমিও তাঁর সাথে যমীনে নেমে এসেছি"।

খোলাসা তাফসীর ঃ

হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে যাওয়ার পর শয়তানকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তখন সে চুরি করে মাঝে মধ্যে জান্নাতে প্রবেশ করতো। শয়তান বিবি হাওয়াকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল। সে বললো- গন্দম ফল কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে- তা কি জানেন? এই বৃক্ষের নাম শাজারাতুল খুল্‌দ। এগাছের ফল খেলে চিরদিন জান্নাতে থাকতে পারবেন। কিন্তু খোদার ইচ্ছা- আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিবেন। তাই ঐ ফল খেতে নিষেধ করেছেন। এই ফুসলানীতে পড়েই সরল বিশ্বাসে তাঁরা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন এবং দুনিয়াতে চলে আসতে হয়। শয়তান তার দুষ্ট বুদ্ধিতে সাময়িক জয়ী হয়ে গেলো। কিন্তু হযরত আদম (আঃ) দুনিয়াতে এসে বাদ্‌শাহী পেয়ে গেলেন এবং আখেরী নবীকে দুনিয়াতে বহন করে নিয়ে আসলেন। এটা ছিল আল্লাহ্‌র গোপন নেয়ামত। বাহ্যিকভাবে তিরষ্কার মনে হলেও মূলতঃ ছিল পুরষ্কার। আল্লাহ্ বলে দিলেন- শয়তান সহ তোমরা যমীনে নেমে যাও। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে স্থায়ী শত্রুতা। আর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যমীনে বসবাস করে তার থেকে কামাই রোজগার করে খানাপিনা ও সুখ শান্তি লাভ করো।

হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার দুনিয়ায় আগমন

জান্নাত থেকে বের হয়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আলাইহিমাস সালাম কিভাবে দুনিয়াতে আসলেন- তা কোরআন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে তার বিবরণ এই ঃ

হযরত হাওয়া প্রথমে গন্দম ফল খেলেন। পরে হযরত আদম (আঃ) কে খাওয়ালেন। ফল হলো এই- তাঁদের শরীর থেকে জান্নাতী পোষাক উদাও হয়ে যেতে লাগলো। তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁরা লজ্জায় আঞ্জির গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকলেন। এমন সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আওয়াজ আসলো- হে আদম ও হাওয়া! আমি কি তোমাদেরকে উক্ত বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করিনি? তোমাদেরকে কি বলা হয়নি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? তার ষড়যন্ত্রে পা দিবে না। আমার সাথে পরামর্শ না করে তোমরা এই ফল খেলে কেন? এখন তাঁদের পক্ষে ওজর আপত্তি করা ছাড়া আর কি-ইবা থাকতে পারে?

এরপর ফিরিস্তাদের হুকুম করা হলো- তাঁদেরকে যমীনে নামিয়ে দাও। অতএব ফিরিস্তারা হযরত আদম (আঃ) কে হিন্দুস্তানের শ্রীলঙ্কায় একটি পাহাড়ের উপর নামিয়ে দিলো এবং বিবি হাওয়াকে নামিয়ে দিলো মক্কার অদুরে সাগরকুল জিদ্দায়। শয়তানকে নামিয়ে দিলো বসরার নিকটবর্তী মিছান বা ইস্পাহান শহরে। ময়ুরকে ছেড়ে দিল হিন্দুস্তানের মারজুল হিন্দ নামক স্থানে। সাপকে নামিয়ে দিলো ইস্পাহান শহরে। এরা সবাই গন্দম খাওয়ানোর ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য করেছিলো। হযরত আদম (আঃ) কে ক্ষেতি গৃহস্তি করার আদেশ করা হলো। বিবি হাওয়াকে হায়েয-নেফাসের মাধ্যমে সন্তান ধারনের উপযুক্ত করা হলো। জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁকে কিছু কম দেয়া হলো। ময়ুরের পা বিশ্রি করে দেয়া হলো। শয়তানের সূরত বিকৃত করা হলো এবং অপমানজনক ভাবে দুনিয়াতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন- হযরত আদম (আঃ) জান্নাতী গাছের পাতা পরিধান করে হিন্দুস্তানে অবতরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করার ফলে সেখানকার গাছ পালায় সুগন্ধি বেশী হয়েছে। ঐ জান্নাতী পাতা বা পরাগ উড়ে উড়ে যেসব গাছে গিয়ে পড়েছে- সেসব গাছে চিরস্থায়ী খুশবু লেগে আছে- যেমন চন্দন গাছ। হযরত আদম (আঃ) জান্নাত থেকে বিভিন্ন বীজ, তিন প্রকার ফল, হজরে আসওয়াদ এবং কালো পাথর সাথে নিয়ে এসেছিলেন। ঐ পাথরসমূহ পরবর্তী সময়ে খানায়ে কা'বায় ব্যবহার করা হয়। তিনি দশ গজ লম্বা একটি লাঠি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে হযরত মূছা (আঃ) -এর অধিকারে এ লাঠি তাঁর শ্বশুর হযরত শোয়াইব (আঃ) -এর মাধ্যমে এসেছিল। তিনি কিছু সোনা চান্দি, ক্ষেত খামারের কিছু যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে এসেছিলেন। (তাফসীরে আযিযী)। এ যেন কাফেলার আয়োজন!

হযরত আদম (আঃ) তিনশত বৎসর কেঁদে ও ঘুরে অবশেষে আরাফাত ময়দানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বিবি হাওয়া তিনশত বৎসরে জিদ্দা হতে আরাফাত ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। জাবালে রহমতের পাদদেশে তাঁরা কান্নাকাটায় লেগে গেলেন। অতঃপর আখেরী নবীর উছিলা দিয়ে ক্ষমা পেলেন। এজন্যই পিতা-মাতার আরাফাতে নির্ধারিত দিনে উপস্থিত থাকলে হাজী সাহেবানরা ক্ষমা লাভ করেন।

হযরত আদম (আঃ)-এর ইন্তিকাল

হযরত আদম (আঃ) নয়শত ষাইট বৎসর জীবিত ছিলেন এবং হযরত হাওয়া (আঃ) জীবিত ছিলেন নয়শত সাতানব্বই বৎসর। হযরত আদম (আঃ) -এর মূল বয়স ছিল এক হাজার বৎসর। তিনি নিজ বয়স হতে চল্লিশ বৎসর হযরত দাউদ (আঃ) কে দান করে তাঁর বয়স একশত বৎসর পূর্ণ করেছিলেন। ফলে তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর কমে যায় (মিশকাত)।

হযরত আদম (আঃ)-এর ইনতিকালের সময় তাঁর মনে জান্নাতী ফল খেতে ইচ্ছা জাগে। তিনি আওলাদগণকে ডেকে বললেন- তোমরা মক্কা মোয়াযযমায় গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো যেন তিনি আমার আশা পূর্ণ করেন। তাঁরা সে মতে মক্কায় আসলেন। এখানে এসে হযরত জিবরাঈল ও অন্যান্য ফিরিস্তাদের সাক্ষাৎ পেলেন এবং হযরত আদম (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত হাওয়া (আঃ) জিবরাঈলকে দেখে চিনতে পারলেন এবং লজ্জায় হযরত আদমের কাপড়ের নীচে লুকাতে চাইলেন। হযরত আদম (আঃ) বললেন- হে হাওয়া! এখন তুমি পৃথক থাকো। আমার ও ফিরিস্তাদের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হয়োনা। হযরত আযরাঈল (আঃ) তাঁর পবিত্র রূহ্ কব্জ করলো এবং হযরত আদম (আঃ) এর সন্তানদেরকে বললো- আমরা তোমাদের পিতা ও দাদাকে যেভাবে গোসল ও কাফন দাফন করাবো- তোমরাও অনুরূপভাবে তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাফন দাফন করাবে। জিবরাঈল (আঃ) জান্নাতী খুশ্‌বু ও জান্নাতী কাফন এবং গোসলের জন্য কিছু বরই পাতা নিয়ে এসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নিজে গোসল দিলেন, কাফন পরালেন এবং কাফনে খুশ্‌বু মেখে দিলেন। ফিরিস্তারা তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে কা'বায় আসলো। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নামাযে জানাযায় ইমামতি করলেন চার তাকবীরের সাথে। অন্যান্য ফিরিস্তারা মোক্তাদী হয়ে নামায আদায় করলো। জানাযা শেষে লাশ মোবারক মীনাতে নিয়ে গেলো এবং মসজিদে খায়েফ -এর নিকটবর্তী স্থানে বগলী কবর করে তাঁকে দাফন করলো। হযরত আদম (আঃ) -এর কবর (রওযা) মধ্যখানে উটের পিঠের মত সামান্য উঁচু করা হলো। ঐ জানাযায় হযরত আদম (আঃ) -এর দেড়শো আওলাদ শরীক হয়েছিল। হযরত হাওয়া (আঃ) কে দাফন করা হয় জিদ্দায় (তাফসীরে আযিযী)।

কিছু শব্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ঃ

(১) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ "শয়তান উভয়ের পদস্খলন ঘটালো"। পদস্খলনের স্রষ্টা আল্লাহ্- কিন্তু সংঘটনকারী হলো শয়তান। কর্তার দোষ হয়- স্রষ্টার দোষ হয়না। শয়তান পূর্ব হতেই হযরত আদম (আঃ) -এর দুশমন ছিলো। সে বুদ্ধি আঁটতে লাগলো- "আমাকে জান্নাত থেকে আদমের কারণে যেভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে, আমিও সেভাবে হযরত আদম (আঃ) কে জান্নাত থেকে বের করে ছাড়বো। সে একটি পরিকল্পনা তৈরী করলো। ময়ুর এবং সাপ দুটি খুব সূরত প্রাণী হযরত আদম (আঃ) -এর খেদমত করতো। একদিন শয়তান চুপে চুপে জান্নাতের ফটকে উপস্থিত হলো। ঘটনাক্রমে ময়ুর বেড়াবার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

জান্নাতের ফটকে এসে উপস্থিত হলো। শয়তান মনে করলো- নিকটের খাদেম দিয়েই হযরত আদম (আঃ) -এর পদস্খলন ঘটাতে হবে। সে ময়ূরকে বললো- যে কোন প্রকারে হযরত আদম (আঃ) কে জান্নাতের ফটকে নিয়ে আস। আর সাপকে বললো- তুমি আমাকে ঠোটে করে জান্নাতের ফটকে ঐ সময় পৌছাবে- যখন ময়ুর হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে ফটকে নিয়ে আসবে।

ঐ পরিকল্পনা মোতাবেক ময়ুর নাচতে শুরু করলো। তার নৃত্য দেখার জন্য হযরত আদম ও হাওয়া সামনে এগিয়ে আসলেন এবং ময়ুরের নৃত্য উপভোগ করতে লাগলেন। ময়ুর নৃত্য করতে করতে জান্নাতের ফটকের কাছে এসে গেলো। হযরত আদম ও হাওয়া তার পিছু পিছু জান্নাতের ফটকের কাছাকাছি এসে গেলেন। ঐ দিকে সাপও প্রস্তুত ছিলো। সে শয়তানকে মুখে করে ফটকের নিকট পৌছিয়ে দিলো। শয়তান হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার মুখোমুখী হলো এবং তাঁদেরকে নিষিদ্ধ গাছের গুনাগুণ শোনালো। এ গাছের ফল খেলে জান্নাতে চিরদিন থাকা যাবে। এই আশায় হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া প্রলোভনে পড়ে গেলেন এবং এটাই ছিল তাঁদের পদস্খলন। তাঁরা আল্লাহ্র সাথে পরামর্শ না করেই চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাকার উদ্দেশ্যে গন্দম খেয়ে ফেললেন। (তাফসীরে আযিযী কৃত শাহ আবদল আযীয দেহলভী রহঃ)। তাফসীরে কবীরে অবশ্য এই মতামতের সমালোচনা করা হয়েছে।

শয়তান হযরত আদম (আঃ) -এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ভান করে বললো- আমি আপনাকে সিজদা না করে মালউন শয়তানে পরিণত হয়েছি। এটা আমার বেয়াদবী হয়েছে। এখন আমি ঐ গুনাহের কাফফারা দিতে ইচ্ছুক। আমি আপনাকে এমন মর্যাদায় পৌছাতে চাই- যার দ্বারা আপনি আমার উপর রাযী হয়ে যাবেন। আপনাকে যে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে- তাতে আপনি বিভোর হয়ে যাবেন না। আপনাকে দুনিয়াতে পাঠানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত কষ্টকর মৃত্যুও বরণ করতে হবে।

একথা বলে শয়তান মৃত্যুর কষ্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে হঠাৎ করে পড়ে গেলো এবং মৃত্যু যন্ত্রনার নাটক করে তা দেখালো। হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া মৃত্যুযন্ত্রনা দেখে ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং বললেন -এর থেকে বাঁচার উপায় কী? শয়তান সুযোগ পেয়ে বললো- ঐ গন্দম গাছের ফল খেলে আর মৃত্যু হবেনা। হযরত আদম (আঃ) বললেন- আমাদেরকে তো ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। ঐ বৃক্ষ যদি উপকারী হতো- তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে নিষেধ করলেন কেন? শয়তান বললো- আল্লাহ্ আপনাদেরকে ঐ গাছের ফল খেতে এজন্য নিষেধ করেছেন যে, তাহলে আপনারা হয় ফিরিস্তা হয়ে যাবেন- নতুবা চিরদিন জান্নাতে থেকে যাবেন। খেলাফত করার আর সুযোগ থাকবেনা। কেননা, খিলাফত জান্নাতে হয়না। হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া শয়তানের পরামর্শকে সরল মনে বিশ্বাস করে জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে থাকার আশায় ঐ গন্দম খেয়ে ফেললেন। আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা লংঘিত হলো। ঐ নিষেধাজ্ঞা ছিল মাকরূহ্ তান্যীহী। মাকরূহে তাহরীমী ছিলনা। অথবা ঐ নিষেধাজ্ঞা ছিল খেলাফে আওলা অর্থে। অর্থাৎ "গন্দম ফল খেয়োনা, কেননা ঐ ফল খাওয়া উত্তম নয়"। ইহাই খেলাফে আওলা। খেলাফে আওলা কাজ করলে গুনাহ্ হয়না। সুতরাং আদম আলাইহিস সালাম গুনাহ্ করেন নি- বরং উত্তম কাজ বর্জন করেছিলেন। কিন্তু অন্যদের জন্য যা জায়েয- নৈকট্যপ্রাপ্তদের বেলায় তাই অনুত্তম হয়ে যায়। হযরত আদমের বেলায়ও তাই হয়েছিল। যেমন- বউ শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা না করে খানা খেলে বউয়ের ত্রুটি বলে গণ্য হয়। কিন্তু বউয়ের খাওয়া নাদুরস্ত নয়।

শয়তান হযরত আদম (আঃ) কে গন্দম খাওয়ার পরামর্শ দেয়ার সময় শপথ করে বলেছিল- "আমি শপথ করে বলছি- আমি আপনাদের হিতাকাংখী"। হযরত আদম (আঃ) তার কথা সরলভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। খোদার সাথে পরামর্শ করার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্পাক হযরত আদম (আঃ) কে এই গন্দম খাওয়ার বিষয়টিকে ভুল বলে কোরআনে ঘোষনা করেছেন এভাবে فنسى ادم ولم لهدله عزما অর্থাৎ-"আদম ভুলে গিয়েছিলো। ইচ্ছাকৃতভাবে অবাধ্যতার নিয়তে সে ঐ কাজ করেনি"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন কোন ভুল আল্লাহ্‌র অন্য রহমত বয়ে আনে। বিশেষ করে নবীগণের এবং অলীগণের ভুল প্রকারান্তরে খোদার পক্ষ হতেই হয়ে থাকে এবং এই ভুলের ফলাফল হয় অতি মধুর। বদরের বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অহী আসার কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে গিয়েছিলেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। এই ভুলে যাওয়ার ফলাফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। পরে মুক্তিপ্রাপ্ত সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। যদি তাদেরকে হত্যা করতেন- তাহলে এই ফলাফল হতোনা। তাই মহৎজনের ভুলকে সাধারণ মানুষের ভুলের ন্যায় গণ্য করা অন্যায়- নবীদের বেলায় কুফরী।

(২) اِهْبِطُوْا অর্থাৎ "তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নীচে নেমে যাও"। বহুবচনে এই সম্বোধন কাকে করা হয়েছিল- এ সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণ বলেছেন- শয়তান, ময়ুর, সাপ, হযরত আদম, বিবি হাওয়া এবং তাদের পৃষ্ঠ দেশের আওলাদগণকে এই সম্বোধন করা হয়েছিল।

(৩) بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ অর্থ ঃ শয়তান ও সাপ মানুষের শত্রু এবং মানুষও শয়তান এবং সাপের শত্রু। ময়ূর সাপের শত্রু, সাপ ময়ূরের শত্রু। মানুষের মধ্যেও এই শত্রুতা চলবে। তবে সবাই সবার শত্রু নয়।

(৪) فَاَخْرَجَهُمَا "শয়তান উভয়কে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসলো"। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহ্‌পাক জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন- একথা সবাই জানে। কিন্তু অত্র আয়াতে বলা হচ্ছে- শয়তান বের করেছে। এটাকে আরবীতে মাজায বলা হয়। অর্থাৎ- এরূপ বলাও সিদ্ধ। যার কারণে কোন কর্ম সংঘটিত হয়- তাকে ঐ কাজের কর্তা বলা শরীয়তে বৈধ। যেমন- নবীজী চন্দ্রকে দু'টুকরো করেছেন, বাদশাহ্ শত্রু নিধন করেছেন, বসন্তকাল ফসল উৎপাদন করেছে, বৃষ্টি প্রচুর ফসল ফলিয়েছে- ইত্যাদি। হাকীকতে এসব কাজ আল্লাহ্‌র কিন্তু কর্মকারণে বান্দার কাজ বলাও দুরস্ত আছে। এতে একটি সন্দেহ দূর হয়ে গেলো যে, আল্লাহ্‌র কোন কোন কাজকে কার্যকারণের দরূন বান্দার কাজ বলা জায়েয।

(৫) وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ "তোমাদের বাসস্থান যমীন"। এতে বুঝা গেলো- মাটি, হাওয়া, বৃক্ষ, কবর- ইত্যাদিতে বসবাসকারীদেরকে যমীনের বাসিন্দাই বলা হয়।

(৬) وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা পৃথিবীতে অস্থায়ীভাবে সাময়ীক বসবাস করবে। ঐ সময় শেষ হয়ে গেলে অন্য জগতে যেতে হবে এবং স্থায়ী নিবাস জান্নাত বা জাহান্নামে ফিরে যেতে হবে। যমীনে থাকা অবস্থায় দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করবে।

অত্র আয়াতে শিক্ষনীয় বিষয়সমূহ ঃ

(১) কোন লোক যেন শয়তানকে দূরে মনে না করে। সে জান্নাতে ঢুকে হযরত আদম (আঃ) কে প্ররোচনা দিয়েছিল। আমরা কে? সুতরাং সে আমাদের আদি পিতার দুশমন এবং আমাদেরও দুশমন। সে হযরত আদমের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি- কিন্তু আমাদের রগরেশায় প্রবেশ করার ক্ষমতা তার আছে। সুতরাং সে আমাদের মহাশত্রু। তাই তার ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক।

(২) শয়তান মহিলাদের মাধ্যমে অনেক মহামুনিকে বিপদে ফেলেছে। এজন্য হাদীসে নারীকে শয়তানের জাল বা ফাঁদ বলা হয়েছে। শয়তান নারীকে অবলম্বন করেই অনেক দূর্ঘটনা ঘটায়। এটা নারীদের দোষ নয়- শয়তানের দোষ। হযরত হাওয়াকে দিয়ে গন্দম গাছের ফল খাওয়ানো হয়েছিল।

(৩) ভুলত্রুটি ও গুনাহের কারনে আল্লাহ্‌পাক আপন রহমত তুলে নেন। হযরত আদম (আঃ) -এর সামান্য ভুলের কারণে জান্নাতের যাবতীয় নেয়ামত কেড়ে নেয়া হয়েছিল।

(৪) যাবতীয় মন্দ কাজ শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করতে হবে। সমস্ত ভাল কাজের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র দিকে করতে হবে।

(৫) দুশমন থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় কান দেয়া সমীচীন নয়।
(৭) অন্তরে শত্রুতা রেখে মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা শয়তানী কাজ।

কতিপয় প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

প্রশ্ন ঃ হযরত আদম (আঃ) -এর একটি ভুলের কারণে সুখের জান্নাত ছেড়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে আসতে হলো। ভুল করেছেন তিনি- সাজা ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। (সাধারণ বেদ্বীন)।

উত্তর ঃ হযরত আদম (আঃ) -এর কারণে আমাদের সাজা হয়নি- বরং আমাদের কারণেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের হয়ে আসতে হয়েছে। তোমরা বেদ্বীনরা তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিলে। জান্নাত তো বেদ্বীনের স্থান নয়। এজন্যই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হলো- এই বেদ্বীনদেরকে দুনিয়ায় তিনি রেখে পুনরায় জান্নাতে আসুক। পায়খানাই মানুষকে অপবিত্র স্থানে নিয়ে যায়। এটা মলমুত্রের দোষ- মানুষের দোষ নয়। হাফেয সিরাজী হযরত আদম (আঃ)- এর পক্ষে আক্ষেপ করে বলছেন- "আমি আদম ছিলাম বেহেস্তের সম্রাট- কিন্তু আমার কতিপয় নাদান সন্তান আমাকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসলো"।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তো হযরত আদম (আঃ) কে যাবতীয় বস্তুর গুনাগুণ পূর্বে শিক্ষা দিয়ে জান্নাতে নিয়েছেন। জান্নাতের গন্দম গুনাগুণও তো তাঁর জানার কথা। জেনে শুনে গন্দম খাওয়া কি অপরাধ নয়? (ওহাবী)

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জানা ছিল। তবে যখন গন্দম খাওয়ার সময় হলো- তখন তিনি গন্দমের খারাপ দিকটি ভুলে গিয়েছিলেন। দেখুন- অনেক ভাল ভাল হাফেযও নামাযের মধ্যে আয়াত ভুলে যায়। হযরত আদম (আঃ)ও সাময়িক ভুলে গিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ বলছেন- "আদম ঐ সময় ভুলে গিয়েছিল"। জানা এক জিনিস- ভুলে যাওয়া আরেক জিনিস। এতে হযরত আদমের ইলেমের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। দেখুন- এমন ভুল হাশর ময়দানেও হবে। দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম সহ সবাই জানতেন যে, আমাদের প্রিয় নবী হাশরে প্রথম সুপারিশকারী হবেন। কিন্তু হাশর বাসীরা যখন সমস্ত নবীগণের কাছে সুপারিশের জন্য যাবে- তখন তাদেরও একথা মনে থাকবেনা যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন প্রথম সুপারিশকারী। এমনকি- নবীগণেরও তখন একথা মনে থাকবেনা। তাই তাঁরা অন্য নবীর কাছে যাওয়ার কথা বলবেন। একমাত্র ইছা (আঃ) -এর এ ভুল হবেনা। তিনি সঠিকভাবে বলে দিবেন- আখেরী নবীই একমাত্র সুপারিশকারী। অন্যান্য নবীগণের যদি সাময়িক ভুল হতে পারে- তাহলে আদম (আঃ) -এর দোষ হবে কেন? ভুলের তো কোন দোষ নেই। রোযার কথা ভুলে গিয়ে যদি কেউ এক কলস পানিও পান করে- তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়না এবং কাফফারাও দিতে হয়না। তাহলে সাময়িক ভুলের জন্য হযরত আদম (আঃ) এর দোষ হবে কেন? *চলবে*

আইডিয়াল ডেন্টাল কেয়ার

এখানে দাঁতের সব ধরণের সু-চিকিৎসার নিশ্চয়তায়

২১৬, উত্তর শাহ্‌জাহানপুর, মতিঝিল, ঢাকা- ১২১৭। মোবাইল ঃ ০১৭২৮-২৩২৩০৭, ০১৯১১-১৫০০০৮

ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান (আরিফ)
বি.ডি.এস (ডি. ইউ), পি.জি.টি
(চিলড্রেন, পিভেনটিভ এন্ড কমিউনিটি ডেন্টিস্ট্রী)
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ এন্ড হসপিটাল
ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং- ৩০১৫

ডাঃ হুরুন্নাহার (হিরা)
বি.ডি.এস (ডি. ইউ)
পি.জি.টি (কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রী)
মুখ ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং- ৩৭১৭

রোগী দেখার সময়
সকাল ১০:০০ টা থেকে দুপুর ২:০০ টা, বিকাল ৫:০০টা থেকে রাত ১০:০০টা

আমাদের সেবা সমূহ

- আলট্রাভায়োলেট রশ্মির মাধ্যমে কম্পোজিটসহ সকল প্রকার স্থায়ী ফিলিং।
- সর্বাধুনিক ডিয়োমেট্রিক (Xeromtric) মেশিনে রুটক্যানেল করে নষ্ট হয়ে যাওয়া দাঁত ঠিক করা হয়।
- বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য Brace পদ্ধতিতে উঁচু নিচু আকা-বাকা দাঁতের চিকিৎসা করা হয়।
- ক্রাউন ও ব্রিজের মাধ্যমে Fixed দাঁত লাগিয়ে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়।
- আল্ট্রাসনিক স্কেলারের মাধ্যমে দাঁতের পাথর, দাগ দূর সহ মাড়ির সবরকম চিকিৎসা।
- Denture বা কৃত্রিম দাঁত লাগানো হয়।
- শিশুদের দাঁত ও মুখের ব্যাথাহীনভাবে চিকিৎসা।
- মহিলাদের জন্য অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার।
- হাইজেনিক পদ্ধতির ব্যবহার ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরসে হাদীস

হক্কানী আলেমে দ্বীনের জন্য নবীজির দোয়া

-মাওলানা মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَيُبَلِّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ.

অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি-"আল্লাহ্ পাক ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল করুন- যে আমার কোন কথা (হাদীস) শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে- ঠিক সেভাবেই অন্যজনের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছে। অনেক সময় এরূপ হয় যে, মূল হাদীস শ্রবনকারীর চাইতে যাদের কাছে বর্ণনা করা হয়- তাদের অনেকে বর্ণনাকারীর চেয়েও অধিক বোধসম্পন্ন এবং সংরক্ষনকারী হন"। (সূত্র : তিরমিযী শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, দারেমী শরীফ ও মিশকাত শরীফ -৩৫ পৃষ্ঠা)

বর্ণনাকারীর পরিচয় : রাবীর নাম আবদুল্লাহ্, পিতার নাম মাসউদ, উপনাম আবু আবদির রহমান আল হুযালী। মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম ও ইবনে সা'দের বর্ণনামতে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি- তিনি নিজেই বলতেন, আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাই তিনি প্রথমযুগের মক্কী মুসলমান।

ইসলাম গ্রহণের পর হতে প্রায় সময়ই তিনি নবীজির সফরসঙ্গী হতেন এবং তাঁর উযুর পানি, মিসওয়াক এবং জুতা মোবারক বহন করতেন। অসীম সাহসী এই সাহাবী সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এমনকি- পরবর্তীতে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) -এর খেলাফত আমলে ঐতিহাসিক ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ২০ হিজরী সনে তিনি কুফার কাজী নিযুক্ত হন। একই সাথে বাইতুল মাল, ধর্মীয় শিক্ষা এবং মন্ত্রীত্বের দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। হযরত আলী (রাঃ) -এর যুগে তিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর রায় মানতেন। তাই হানাফী মাযহাবের অন্যতম ভিত্তি হলেন-হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) । তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৮৪৮। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) সহ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ তাঁর নিকট হতে অনেক হাদীস শরীফ শুনে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীস ও ফিকাহ্ বিশারদ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

যুগে যুগে যারা হাদীস শরীফের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন- আলোচ্য হাদীস শরীফে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি দোয়াই মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিঃসন্দেহে মকবুল।

একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে, দীর্ঘ দেড় হাজার বছর পরও প্রিয়নবীজির পবিত্র বাণীসমূহ বর্তমান প্রজন্ম যে নিখুঁতভাবে পেয়েছে, তা খুব সহজে আসেনি- বরং এর পেছনে ছিল একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ মনিষির অক্লান্ত পরিশ্রম।

হাদীস সংকলনের দীর্ঘ ইতিহাস এখানে উপস্থাপন করার অবকাশ নেই- কলেবরের সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু যেটুকু না বললেই নয়- হাদীস সংকলনের প্রাথমিক পদ্ধতি ছিল শুনে মুখস্থ করে রাখা- আর অন্যজনের কাছে পৌছিয়ে দেয়া। প্রাথমিকযুগে হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ তখনও পবিত্র কুরআন নাযিল সমাপ্ত হয়নি। ধাপে ধাপে পবিত্র কুরআনের বাণী অবতীর্ণ হচ্ছিল- আর সাহাবীরা তা লিপিবদ্ধ করছিলেন। এমতাবস্থায় হাদীসগুলোও যদি লিপিবদ্ধ করা হতো- তাহলে কুরআন ও হাদীস উভয়টি মিশ্রিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল এবং পরবর্তীতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা খুব কঠিন হতো এবং সমস্যার সৃষ্টি হতো।

পবিত্র কুরআন পরিপূর্ন সংকলন হয়ে যাওয়ার পর মূলত: হাদীস সংকলনের কর্মসূচী শুরু হয়। নবীজির পবিত্র বাণী بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً (আমার পক্ষ পতে একটি বাণী হলেও তোমরা অন্যজনের কাছে পৌছিয়ে দাও)- এই নির্দেশের বাস্তবায়নে একদল লোক এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের নাম "মুহাদ্দিস"। তাঁরা অত্যন্ত সুক্ষ্ম নজরে যাঁচাই বাঁছাই করে হাদীস সংকলন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হাদীসসমূহ উপস্থাপনের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। এরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নবীজির ছাত্র এবং নবীজি তাঁদের মুয়াল্লিম বা শিক্ষাগুরু। পবিত্র কুরাআনে ইরশাদ হয়েছে-

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ـوَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ ـلَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ-

অর্থাৎ - "আল্লাহ্ সেই সত্ত্বা- যিনি উম্মী লোকদের জন্য তাদের মধ্য হতে একজন মহান রাসূল প্রেরন করেছেন- যিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন- যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। অধিকন্তু- তিনি পররর্তী লোকদের জন্যও- যারা এখনো পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি। (সূরা জুমআ আয়াত-২০৩)

আয়াতের মর্মার্থ হলো- নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের জন্য তথা সকলের জন্যই শিক্ষাগুরু। তিনি পবিত্র কুরআনের মর্মার্থ ও নির্দেশনা সাহাবায়ে কেরামের সামনে উপস্থাপন করতেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ-

"আপনার প্রতি জিকর (কুরআন) অবতীর্ন করেছি- যেন ঐসব বিষয় (মর্ম) আপনি মানুষের কাছে প্রকাশ করেন- যা তাদের জন্য প্রেরিত হয়েছে। (সূরা নাহল আয়াত-৪৪)

আয়াতে করিমা হতে স্পষ্ট বুঝা গেল, নবীজির দায়িত্ব পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষন মানুষের কাছে উপস্থাপন করা। আর উম্মতের দায়িত্ব হলো সেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন ভালভাবে শুনে বুঝে তা যথাযথ সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা এবং এটা মহান আল্লাহ্র নির্দেশও বটে- اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ (তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলেরও আনুগত্য করো)।

বলা বাহুল্য- পবিত্র কুরআনে প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। আর তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিবরণ রয়েছে হাদীসে। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী, ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদির বিধি-বিধান, হজ্বের নিয়মাবলী। তাছাড়া মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নবীজি দিয়েছেন হাদীস শরীফের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনে এসেছে- اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো)। কিন্তু সেই নামাযের কাঠামো পদ্ধতি সব কিছু বিবরণ কুরআনে নেই; রয়েছে হাদীসে। সুতরাং এক কথায় বলতে হয়- আমাদের জীবনের বিরাট অংশ নির্ভর করছে পবিত্র হাদীসের উপর। আর সেই হাদীসসমূহ যাদের বর্ণনা, লিখনী- ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে- আমরা তাঁদের কাছে চিরঋণী। তাঁরা হলেন মহান হাদীসের মহান দিকপাল। যুগে যুগে মুসলিম প্রজন্মের হৃদয়ে তাঁদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় ও বরণীয়। লক্ষ কোটি মানুষের মধ্য হতে তাঁরা নির্বাচিত।

ইসলামী জ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ হতে অমূল্য রত্ন আহরনকারী যেসব বীর ভুবুরী মনিষি গ্রন্থ রচনা করে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লক্ষ লক্ষ হাদীস একত্রিত করে পরবর্তী প্রজন্মকে উপহার দিয়েছেন- তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- মাযহাবের ইমাম চতুষ্টয়- ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ- প্রমুখ। তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন হাদীস শরীফ সংকলনের খিদমতে- উপহার দিয়েছেন মুসলিম মিল্লাতকে লক্ষ লক্ষ হাদীস। তাঁদের জন্যই বিশেষভাবে দোয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন দো জাহানের নবী -যা বক্ষ্যমান হাদীসের ভাষ্য থেকে প্রমাণিত।

হাদীস সংগ্রহ, প্রচার, প্রসার, সংরক্ষন, সংকলনকর্ম রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এতই গ্রহণযোগ্য ছিল যে, যারা একাজ করতেন- হাদীস মুখস্ত করতেন- তাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁদের জন্য খাসভাবে দোয়া করতেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.), ইবনে মাসউদ, হযরত আবু হোরায়রা (রা.)- প্রমুখ সাহাবীর স্মরণশক্তি মেধাশক্তির জন্য নবীজির দোয়ার কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইতিহাসের পাতায়।

নবীজির মকবুল দোয়ার ফলে ইলমে হাদীসের খিদমতকারী মুহাদ্দিসগণ হয়েছেন বিশ্বনন্দিত ও সর্বজন সমাদৃত। পারলৌকিক সফলতা তো আছেই, দুনিয়ার বুকেই আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টান্ত অনেক। যেমন-

ইমাম বুখারী (র.)-বোখারী শরীফ সংকলনের সময় প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রাককালে নূরনবীজির সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছিলেন। কারণ প্রতিটি হাদীস সংগ্রহ করেই দুরাকাত নফল নামায পড়ে- মোরাকাবা করে হাদীসখানা সহীহ কিনা- এ বিষয়ে সরাসরি নবীজির পক্ষ হতে ইঙ্গিত পেয়েই তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। সুতরাং তিনি সহীহ বুখারীতে যত সংখক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন- ততবার নবীজির দীদার লাভ করেছেন। একজন ঈমানদারের জন্য নবীজির নূরানী সাক্ষাত (দীদার) লাভের চাইতে বড় নিয়ামত আর কী হতে পারে? তাইতো ইমাম বুখারীর (রহ.) ইনতেকালের পর তাঁর মাযারের মাটি হতে মেশক আম্বরের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে। যা তাঁদের হাদীসের খিদমত মহান আল্লাহ্ ও রাসূলের দরবারে কবুল হওয়ার স্বাক্ষর বহন করে। বর্তমানে আমরা অতি সহজে নবীজির যে সমস্ত হাদীস পেয়ে যাচ্ছি- তা কিন্তু একদিনে সংকলিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে একঝাঁক নিরলস সংগ্রামী পুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রম। তাঁরা এক একটা হাদীস সংগ্রহের জন্য সুদুর কুফা, বসরা, নিশাপুর, হিজায, খোরাসান- প্রভৃতি এলাকা পরিভ্রমন করতেন। তাঁরা দুনিয়ার সবকাজ বাদ দিয়ে একমাত্র হাদীস সংগ্রহের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই খেদমতের বিনিময়ে তাঁরা ছিলেন- নবীজীর যোগ্য ওয়ারিশ। তাঁদের সুপারিশে পার হবে শতকোটি গুনাহ্‌গার। (আল হাদীস)।

হযরত ওমর বিন আবি সালমা ইমাম আওযায়ীর কাছে হাদীস শুনতে গিয়ে দীর্ঘ চার বৎসর তাঁর সান্নিধ্যে কালাতিপাত করে মাত্র ত্রিশখানা হাদীস শুনতে পান এবং তা অতি যত্নসহকারে সংকলন করেন। আর হতাশার সুরে বললেন-আমি আপনার খিদমতে দীর্ঘ চার বৎসর কাল অতিবাহিত করলাম- অথচ মাত্র ত্রিশটি হাদীস সংগ্রহ করতে পারলাম।

জবাবে ইমাম আওযায়ী বললেন- তুমি চার বৎসরে ত্রিশখানা হাদীস সংগ্রহ্ করা কি কম মনে করেছ? অথচ তুমি কি জান যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) কেবল একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য সুদূর মিশর সফর করেছিলেন- আর সেই সফরের জন্য একটি বাহন (জানোয়ার) ক্রয় করে তার উপর আরোহন করেই মিশর গিয়ে হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) -এর সাথে সাক্ষাত করে ঐ একটিমাত্র হাদীস সংগ্রহ করে পূনরায় মদীনা শরীফ ফিরে এসেছিলেন? সেক্ষেত্রে মাত্র চার বৎসর সময়ে একই জায়গায় বসে তুমি ত্রিশখানা হাদীস সংগ্রহ করতে পারা চারটিখানি কথা নয়।

সম্মানিত পাঠক! বুঝতেই পেরেছেন- পূর্ববর্তী যুগের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংগ্রহের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাদের কষ্ট, শ্রম, মেধা, সম্পদ- সবকিছু দিয়েই তাঁরা ইলমে হাদীসের খিদমত করেছেন- আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন অসংখ্য হাদীস। বর্তমান সময়েও যারা হাদীসের পাঠদান, প্রচার ও প্রকাশনার কাজে লিপ্ত- তারাও নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। উল্লেখিত ইমাম মুহাদ্দিস ও ওলামায়ে দ্বীনের একজন যোগ্য উত্তরসুরী বাংলার যমীনের সুন্নী আন্দোলনের অগ্রণায়ক বহুমুখী প্রতিভার ব্যক্তিত্ব নিরংকুশ আশেকে রাসুল উস্তাজুল উলামা অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহ:)। তিনি নবীজির দোয়ার ফললাভে ধন্য হবেন নিশ্চয়। আসুন! আমরা মানুষের কাছে নবীজির পবিত্র হাদীস সমূহ সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পৌছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সহায় হোন। আমিন!

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নীয়তের ইতিহাসে এক সাহসী পুরুষ

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু আল্লামা এম.এ.জলিল

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

উপমহাদেশে হযরত মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী, আলমগীর বাদশাহ, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস ই দেহলভী এবং মুজাদ্দিদে মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমসহ সুন্নী কর্ণধারবৃন্দ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এর যেই পূর্ণাঙ্গ ও মজবুত কাঠামো মুসলিম সমাজের জন্য রেখে গিয়েছেন, সেই কাঠামোকে পরবর্তীতে যেসব ক্ষণজন্মা ওলামা-ই আহলে সুন্নাত সমৃদ্ধ রাখতে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বহু অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মরহুম আল্লামা এম.এ. জলিল অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে দ্বীনী ও সাধারণ উভয় শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত, (কামিল, মুহাদ্দিস, এম.এ বি.সি.এস) বরেণ্য শিক্ষানুরাগী (কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ), আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বক্তা, প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক, সংগঠক, সর্বোপরি সুন্নী দুনিয়ার একজন অতি পরিচিত সাহসী মানুষ। দীর্ঘ জীবদ্দশায় বেশির ভাগ সময় তিনি এসব যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর পর অগণিত ভক্ত অনুরক্ত এবং সুন্নী মুসলমানদেরকে শোক সন্তপ্ত করে বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ইং রোজ বুধবার দিবাগত রাতে এ দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে পরম করুণাময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন।

এ বিরাট মানের গুণী ব্যক্তি দীর্ঘদিন চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। আমাদের নিকট তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বার আগে তাঁর জ্ঞান ও সাহসিকতার পরিচয় পৌঁছেছিলো। তারপর বিগত ১৯৭৭ ইংরেজীতে এশিয়া খ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়ায় আমরা তাঁর ছাত্রত্ব লাভ করে ধন্য হই। তিনি তখন চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দান সংলগ্ন হযরত তারেক শাহ, (প্রকাশ টাকশাহ) মিঞা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযার সংলগ্ন জামে মসজিদের খতীব। প্যারেড ময়দানে অনুষ্ঠিত জামাতীদের এক মাহফিলে মৌলভী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর এক ভুল ও ভ্রান্ত বক্তব্যের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করে তিনি তাঁর অদম্য সাহসিকতা ও সুন্নিয়াতের প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় দেন। উল্লেখ্য, উক্ত জামাতী মৌলভী তার বক্তব্যে বলেছিলেন- যত ফতোয়ার কিতাব আছে সবক'টিকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া দরকার। এ ফতোয়ার কিতাবগুলো নাকি তাদের দারুন অসুবিধায় ফেলেছে। দ্বিতীয়তঃ হুজুর গাউসে পাক জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নাকি এক হাতে শরাবের পাত্র আর অন্য হাতে কলম নিয়ে 'কাসীদা-ই গাউসিয়া'র রচনা করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) এহেন ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন ও গোস্তাখীপূর্ণ বক্তব্য শোনামাত্রই আল্লামা এম.এ জলিল তার প্রতিবাদী কণ্ঠে তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। অমনি উক্ত বক্তার কণ্ঠ নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং তাড়াতাড়ি সভাপ্রাঙ্গন ত্যাগ করেছিলো। অন্যদিকে সুন্নী মুসলমানগণ আল্লামাকে হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ জানালেন। চতুর্দিকে তাঁর এ সাহসিকতার কথা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ে ছিলো।

এর পর পর গাউসে জামান হুযুর কেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বাংলাদেশে তাশরীফ আনলে আল্লামা এম.এ জলীল সাহেব তার হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমাদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট হুযুর কেবলার ইঙ্গিতে সুন্নী মতাদর্শের এ বহুবিধ যোগ্যতাধর সাহসী পুরুষকে যথাযথ মূল্যায়ন করলো। ১৯৭৭ সালের এক পর্যায়ে তাকে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করে। এরই সাথে সাথে তিনি মাসিক তরজুমান-ই আহলে সুন্নাত এর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। এর পরে তিনি আঞ্জুমানের অধীনে পরিচালিত দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুহাম্মদপুরস্থ জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। ইতোমধ্যে সারা দেশে তিনি অগণিত দ্বীনি জলসায় তাকরীর এবং বাতিল পন্থীদের সাথে মোকাবেলা করতে থাকেন। ফলে শিক্ষা ও দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে সুন্নী জামা'আতে এক নতুন সমৃদ্ধি সংযোজিত হলো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বাতিলপন্থীরা যখন দ্বীন ও মাযহাব তথা আহলে সুন্নাতের আক্বীদা ও আমল বিরোধী প্রচারণা আরম্ভ করলো, তখন আল্লামা এম.এ. জলিল তাঁর সাহসিকতাপূর্ণ বাগ্মীতা ও ক্ষুরধার লেখনীর দ্বারা সেগুলোর খন্ডন করে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত এর আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। টিভি চ্যানেলগুলোতে নিজ উদ্যোগে কিংবা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরাসরি যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। অন্যদিকে তিনি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক সুন্নীবার্তা' নিয়মিত প্রকাশ করতে থাকেন। নিজের এবং দেশের দক্ষ লেখকদের লেখনীগুলো প্রকাশ করতে লাগলেন। শাহজাহানপুরস্থ 'গাউসুল আযম জামে মসজিদ' এর খেতাবতের দায়িত্ব পালনকালে তাঁর সারগর্ভ বক্তব্যগুলো মানুষকে সুন্নিয়াতের দিকে সঠিক পথ নির্দেশনা দেয়। কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ইত্যাদির আলোকে সঠিক কথাটি বলতে তিনি কখনো দ্বিধাবোধ করেন নি।

বিগত ১৯৮০ ইংরেজী সাল থেকে দেশে সুন্নী মুসলমানদের সাংগঠনিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা ১৯৮০ ইংরেজীতে প্রতিষ্ঠালাভ করলো। এর দশ বছরের ব্যবধানে 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' দেশে একমাত্র সুন্নী রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো, উভয় সংগঠনের কর্মতৎপরতার এক পর্যায়ে দেশে সুন্নীয়াতের সাংগঠনিক কর্মকান্ডকে আরো বেগবান করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হলো। তখন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের শীর্ষ নেতৃত্বে অর্থাৎ এদেশের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান হিসেবে আল্লামা এম.এ. জলিলকেই বেছে নেয়া হয়েছিলো। বেশ কিছুদিন তিনি এ দায়িত্বে থেকে সুন্নিয়াতের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ' এর মহাসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া, ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরতের নামেও বিভিন্ন সংস্থা কায়েম করেছেন। প্রতি বছর রাজধানী ঢাকায় 'ইয়াওমে রেযা' পালন করতেন। ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও উদযাপন করতেন অতি জাঁকজমক সহকারে। সুন্নীয়াতের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে দেশের বাইরেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইউ.কে সহ কতিপয় দেশ সফর করেন। সেখানেও সুন্নিয়াতের পক্ষে তাকরীর বক্তব্য পেশ করেন। শরীয়ত বিরোধী কোন চক্র শরীয়তের পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডের পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করতে পারেনি। কোন ভন্ড চক্রকে কোনভাবে সমর্থন দেননি। সুন্নী মতাদর্শ অনুসারে ফতওয়া বক্তব্য দিতে তিনি কখনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। লেখনী জগতেও তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেও একজন দক্ষহস্ত লেখক ছিলেন এবং দেশের সম্ভাবনাময় লেখকদেরও তিনি লেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিনি নিজে পবিত্র কোরআনের তাফসীর (আংশিক), হাদীস শরীফ ও আকাঈদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কতিপয় যুগোপযোগী গ্রন্থ পুস্তক লিখে প্রকাশ করেন পুস্তকগুলো সমাজে অতি সমাদৃত। কানজুল ঈমান ও খযাইনুল ইরফান' এবং 'কানজুল ঈমান ও নুরুল ইরফান' তরজমা ও তাফসীর দু'টিতে তিনি তাঁর জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন। তৎসঙ্গে হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব মিরআত শরহে মিশ্কাত' এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্যও সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হলে তিনি তাতে খুব সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মোট কথা, প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী এ সাহসী পুরুষ দ্বীন ও মাযহারের ক্ষেত্রে তাঁর বহুমূখী অবদান রেখে গেছেন। তার এসব অবদান একদিকে সুন্নী সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তার বিশেষ ব্যক্তিসত্ত্বাটুকু ছিল সুন্নী সমাজের বিশেষ অহংকারের। তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বহুবিধ যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সুন্নী মুসলমানদের জন্য আরো কিছু যুগান্তকারী অবদান রাখা সম্ভব ছিলো বলে নির্দ্বিধায় ধারনা করা যেতো। তবে সেক্ষেত্রে কিছু বাঁধা, প্রতিকূলতা লক্ষণীয়ও ছিলো। এই গুলিকে কঠোরভাবে উপেক্ষা করা গেলে সুন্নী সমাজ আরো বেশী উপকৃত হতো বৈ কি। পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আল্লামা এম.এ. জলিলের ইনতিকালে গোটা মুসলিম সমাজ, বিশেষতঃ সুন্নী সমাজের জন্য এক অপুরণীয় ক্ষতি। আমরা তাঁর মাগফিরাত ও রফই দরজাতের জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর সাহসী ভূমিকাগুলো এবং তাঁর বিশেষ অবদানগুলো হোক প্রেরণার অন্যতম উৎস।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উস্তাজুল উলামা হাফেজ মাওলানা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ)কে যেমন দেখেছি–

মুহাম্মদ আব্দুল মুঈদ

বাংলাদেশে ছুন্নী জাগরনের অগ্রদূত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অহংকার ফেরকায়ে বাতেলার আতংক, উস্তাজুল উলামা উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, লেখক ও গবেষক আল্লামা হাফেজ মাওলানা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ) গত ২৩ সেপ্টেম্বর সমগ্র ছুন্নী জনাতাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরপারে যাত্রা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ছাত্র জীবনে হুজুরকে যেমন দেখেছি তার কিছু সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনার চেষ্টা করছি। আমার ছাত্র জীবন থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে যত উলামায়ে কেরাম দেখেছি এবং যাদের কথা শুনেছি আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর মত অল রাউন্ডার অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে পারদর্শী আলেম বাংলাদেশে আর আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি একাধারে হাফেজে কুরআন মাদ্রাসা শিক্ষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত তদুপরি সাধারণ শিক্ষায় এম.এ ও বি.সি.এস ডিগ্রি অর্জন করে ও বেসরকারি রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ না করে আজীবন দ্বীন ও ছুন্নীয়তের খেদমত করেন।

আমরা ছাত্র জীবনে (১৯৮৩ইং) দেখেছি যে, মাদ্রাসায় ফাযিল ক্লাসে যেদিন ইংরেজী প্রভাষক ছুটিতে যেতেন তখন অধ্যক্ষ হুজুর ক্লাসে চলে আসতেন এবং এমন চমৎকার ভাবে ক্লাশ নিতেন পরে ছাত্ররা বলত যে, ইংরেজী প্রভাষক ক্লাশ না নিয়ে অধ্যক্ষ হুজুর যদি ক্লাশ নিতেন তবে আরো ভাল বুঝতে পারতাম। তেমনি অর্থনীতি ক্লাশের ক্ষেত্রেও। আর আরবী বিষয়ের ক্ষেত্রে তো অতুলনীয়। ছাত্র জীবনে আমরা হুজুরের প্রশাসনিক দক্ষতা মাদ্রাসা পরিচালনার নমুনা ও পরিশ্রম দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

আমি কয়েক বৎসর যাবত হুজুরের অধীনে সহকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় যা পর্যবেক্ষণ করেছি তার কিঞ্চিত তুলে ধরছি। হুজুর সব সময় মাদ্রাস্যায় সবার পূর্বে আসতেন এবং সবার পরে যেতেন এমনকি রাত ১০টা পর্যন্ত অফিস করতেন। অফিসে কাজের ফাঁকে শানে রেসালাত সুন্নীয়ত ও বিভিন্ন বিষয়ের তাহকীকানা আলোচনায় আমরা যুক্ত হতাম। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। সত্য ও ন্যায় কথা বলতে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। অফিসিয়াল কার্যক্রমে ছিলেন নিপুন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেকে জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। আমাকে অনেক সময় অফিসের বিভিন্ন কাজ করতে দিয়ে বলতেন "এ বয়সে দিন রাত কাজ না করলে জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে না" বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ও ফারসী এ পাঁচটি ভাষার উপর হুজুরের পারদর্শিতার দরুণ দেশ-বিদেশের আলেম উলামা ও দেশের মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণ তাকে জ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য, ম্যাজিষ্ট্রেড, ইউ.এন. ও ডি.সি পর্যন্ত তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন খাঁটি আশেকে রাসূল। সুন্নীয়তের উপর তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও খেদমতকে কবুল করে জান্নাতে উচ্চ মাকাম নছীব করুন। আমীন বেহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন

শোকবার্তা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাওলানা ওস্তাযুল ওলামা আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল সাহেবের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি একজন শুধুমাত্র আলেমই ছিলেন না, তিনি ছিলেন পিতৃতুল্য অভিভাবক। গাউছে পাকের রূহানী সন্তান, যিনি আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতকে এমনই অরস্থানে নিয়ে গেছেন যা সর্বজন স্বীকৃত। তিনি যুবকদের জন্য "বাংলাদেশ যুবসেনা" নামে একটি শক্তিশালি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি ছিলেন বাতেলের আতংক, উপমহাদেশের সুন্নীয়তের ধারক ও বাহক, আমাদের সকলের শিক্ষক ও বহু আলেম ওলামার ওস্তাদ, তিনি যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন তা যেন আমরা সুচারুরূপে পালন করতে পারি। মহান রাব্বুল আলামীন যেন এই মহান কালজয়ী ওলী'র উছিলায় আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার পথকে সুগম করে দেন, উনার উছিলায় যেন আমরা সঠিকভাবে সুন্নী আদর্শ স্থাপন করতে পারি। এই কামনায়-

বাংলাদেশ যুবসেনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ জলিল (রহঃ) কে যেমন দেখেছি

আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল

আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর একান্ত সাহচর্যে সূদীর্ঘ ১১ বৎসর যেমনটি দেখেছি এবং জেনেছি তা বর্ণনা করতে হলে একটি বই লিখেও শেষ করা যাবে না। তবু ক্ষুদ্র পরিসরে সুন্নীবার্তা বিশেষ স্মরণিকায় হুজুর (রহঃ) এর সম্পর্কে লিখতে প্রথমেই লিখতে হবে তিনি এক অসাধারণ চরিত্র ও বহুবিধ বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এলেমের তিক্ষ্ণতা আমি আর কারো মধ্যে দেখতে পাইনি। হয়ত উনার চাইতে বেশী জ্ঞানী থাকতে পারেন। তিনি যখন যা বলতেন, যে কোন বিষয়ের আলোকেই হউক না কেন তা আল্লাহর ওয়াস্তে কুরআন ও হাদিসের আলোকেই বলতেন। কারো চেহারার দিকে তাকিয়ে নম্রনীয় ভূমিকায় কথা বলতেন না, যেখানে যে অবস্থায় হউক না কেন। হুজুর (রহঃ) এর গুণাবলী আমার মত কোন ব্যক্তি লিখে শেষ করতে পারবে না।

একটি ঘটনা আমাকে উল্লেখ করতেই হয়। ২০০৬ বা ২০০৭ এর কোন এক সময় ডঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী (এডভোকেট) সাহেবের চেম্বারে কয়েক জন কওমী খারীজি মুফতী মাওঃ অপর কওমী মাওলানার অপকর্মের মামলা নিয়ে আসে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। বিভিন্ন আলোচনার এক পর্যায়ে অধ্যক্ষ জলিল সাহেব সম্পর্কে কথা হয় তখন জনৈক মুফতী আব্দুর রহমান ডঃ আজিজুর রহমান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে আমরা আপনাদের তথা সুন্নীদের কোন আলেমকে আলেম মনে করিনা। একমাত্র অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ জলিল ব্যতীত। যেখানে বাতেলরা এমনি ভাবে সত্যায়ন করে হুজুর (রহঃ)কে আর আমি কিভাবে মূল্যায়ন করব সেই ভাষা আমার নেই। তবু কিছু গুণাবলী আলোচনা করব। যা আশা করি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পাথেয় হবে।

১। হুজুর (রহঃ) কোন দিন প্রতিদিনের আয়-ব্যয় এর হিসাব চূড়ান্ত না করে ঘুমাতেন না। যা উনার ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় হউক কিংবা সাংগঠনিক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক।

২। তিনি কোন দিন ওয়াদার খেলাফ করতেন না। কোন মাহফিলের দাওয়াত গ্রহণ করলে যত ঝড়-বৃষ্টি বাঁধা এমন কি হুমকি ধামকিও বাঁধা দিতে পারত না সেখানে তিনি পৌছতেনই।

৩। আমি মাঝে মধ্যে বলতাম হুজুর দূর দূরান্তে মাহফিলে একাকী যান, যে কাউকে সঙ্গে নিলে হয় না। কোন সময় আমি, সুমন, মালেক ভাই বা নাজমুল কেউ না কেউ যেতে পারি; নয়ত অন্য কাউকে বলতে পারি আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তিনি মৃদু হেসে বলতেন যে অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন এবং আপনাদের অনুভূতির প্রশংসা করি। কিন্তু যারা দাওয়াত করেছেন তারাত আমাকে একার জন্য দাওয়াত করেছেন। আমি কি করে আমার সাথে আপনাদের একজনকে নিয়ে য়াই। চিন্তা নাই গাউছে পাকের গোলামী করি। গাউছে পাকের গোলামদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। মাঝে মধ্যে বলতাম একই বা পাশাপাশি এলাকায় পরপর মাহফিল থাকলে এক জায়গায় থেকে গিয়ে পরদিন একেবারে আসতে পারেন। তাহলে স্বাস্থ্যের কিছুটা আরাম হতো। তিনি আমাকে বলতেন একটি মাহফিল অনুষ্ঠান করতে ১৫/২০ দিন পর্যন্ত সংগঠকদের পরিশ্রম করতে হয়। যখন মাহফিল শেষ হয় তখন তাদের দেহের আর উদ্যম থাকে না; তারা এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে আমি বাড়তি বোঝা হতে চাই না। আমি একটু কষ্ট করেই বরং বাসায় চলে আসি। কী অসাধারণ অনুভূতি!

৪। ফতোয়া সংক্রান্ত প্রতিদিন অসংখ্য ফোন আসত কোন দিন কারো সাথে রাগ করতেন না। আল্লাহর ওয়াস্তে ফতোয়ার কথা বলে দিতেন। পরে বলতেন এভাবে কি ফতোয়া দেওয়া যায় লিখিত ব্যতীত। কিন্তু কি করব সবাই যে আমার কথাটা দলিল মনে করে। সুন্নীয়তের জন্য এটাই যে আমার বড় আমল।

৫। মানুষের নানাবিধ জটিল সমস্যা নিয়ে হুজুর (রহঃ) এর কাছে আসলে হুজুর তাদের জন্য দোয়া করে বলতেন গাউছে পাক ও মা ফাতেমা (রা:) এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উছিলায় আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। উনার মুখে আল্লাহ পাক এত বরকত দিয়েছিলেন। বিশেষ করে কোন কঠিন রোগী যদি চিকিৎসার অর্থনৈতিক সামর্থ না থাকত তাহা অবশ্যই ভাল হতো। হুজুর (রহঃ) বলতেন গাউছে পাকের মসজিদে ১১ টাকা বা সামর্থ অনুপাতে মান্নত কর। গাউছে পাক আল্লাহর দপ্তর থেকে সেংশন নিয়ে দিবেন এবং রোগ ভাল হয়ে যাবে। একটি উদাহরণ না দিলেই নয়। "জনৈক মকবুল মিয়া বাড়ী জামালপুর। সে কলা বিক্রি করে সংসার চালায়। এখন থেকে ৮/৯ বৎসর পূর্বে তার গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত মেয়ের কিডনী সমস্যা। পিজি হাসপাতালের ডাক্তার কিডনী দুটি নষ্ট হয়ে গেছে বলে ঘোষনা দেন এবং প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেন। নয়ত সে অকালে মারা যাবে। সেই মকবুল মিয়া কিভাবে জানতে পারে হুজুর এর নিকট গাউছুল আজম মসজিদে আসে এবং ঘটনা হুজুরকে বর্ণনা করেন এবং হুজুরের দোয়া কামনা করেন। হুজুর তাকে ১১ টাকা গাউছুল আযম মসজিদে মানত করতে বলে দোয়া করে দেন। ৩/৪দিন পর ডাক্তারী পরীক্ষায় ডাক্তার ঘোষনা দেন যে তার দু'টি কিডনীই ভাল হয়ে গেছে। গাউছে পাকের নেগাহ ও আল্লাহর রহমত এমনই হয়। সেই মেয়ে পরবর্তীতে গাউছুল আযম মসজিদের মুসল্লী ভাইদের সহায়তায় একটি সেলাই মেশিন কিনে কাজ করছে। তারপর বিয়ে হয় এখন স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করছে এবং সুস্থ আছে। এমন বহু সমস্যার কথা আমার জানা আছে যা নিরাময় হয়েছে। হুজুরের কারামত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। কোন কোন সমস্যার জন্য গাউছে পাকের মসজিদের বা মা ফাতেমা (রাঃ) মাদ্রাসার রিসিপ্ট মুরিয়ে দিয়ে বলতেন এটা তাবিজে করে গলায় ঝুলিয়ে রাখবে এবং চুবিয়ে পানি পান করবে তাতেই ভাল হয়ে যাবে। দেখেছি ঠিকই ভাল হয়েছে। এমন কারামতেরও শেষ নাই।

সর্বপরি আমার সুদীর্ঘ সাহচর্যে একটা জিনিষ বড় উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর অন্তরে আপন পীরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যে কি পরিমাণ ছিল তার পরিমাপ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আমার পীর পেয়েছি হুজুর (রহঃ) এর উছিলায় আওলাদে রসূল সম্পর্কে জেনেছি তার কাছ থেকেই। তিনি এমন কোন দিন নেই যে, আলোচানার এক পর্যায়ে দু/চার বার উনার মুর্শিদে বরহক হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়দ তৈয়্যব শাহ (রাঃ) এর কথা বলতেন না। এমনকি, তিনি যখন যেই কাজটা করেছেন তার পরক্ষণেই বলতেন তার ইংগিত আমার মুর্শিদ আমাকে পূর্বেই ইংগিত করেছিলেন যে, এই কাজ তোমার দ্বারা হবে। বিশেষ করে একদিন বাঞ্ছারামপুর থেকে ফেরার পথে লঞ্চের রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে হুজুরকে উনার মুর্শিদ বরহক (রাঃ) যেই নছিহত ও দোয়া করেছেন, সেই স্মৃতি তিনি প্রায়শই আমাকে বলতেন। তরিকত ও মুর্শিদের প্রতি আনুগত্য কিভাবে করতে হয় আমি হুজুর এর কাছ থেকে শিখেছি। একটি কথা না বললেই নয়। হুজুর অসুস্থ অবস্থায় গ্যাস্ট্র লিভার হাসপাতালে ভর্তি। আমি হুজুরকে বললাম আমার বর্তমান হুজুর কেবলার দোয়া চাওয়ার জন্য। তিনি বলেন কিভাবে সম্ভব। সাথে সাথে আমি আমার ফোন থেকে সংযোগ করে দেই। ফোন কে ধরেছেন বুঝিনি হুজুর উর্দূতে কথা বললেন এবং দোয়া চেয়েছেন। আমার একটু সন্দেহ হলো যে হুজুর কিবলা কি ম্যাসেজ পাবেন। আমি পুনরায় ফোন করতে চাই। তিনি আমাকে সেখানেও জ্ঞান দিয়ে বললেন আওলাদে রসূলকে দ্বিতীয়বার ফোন করা আদবের খেলাপ হুজুর কিবলা অবশ্যই জানবেন।

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) যে সকল মাহফিলের দাওয়াত নিয়ে ছিলেন অসুস্থতার কারণে মাহফিলে যেতে পারেন নাই তার অগ্রীম হাদীয়া টাকা ৪৩,০০০ টাকার অধিক তিনি ফেরৎ দিয়েছেন। যা আমাদের সকলের জন্য বড় দৃষ্টান্ত। আমার সুদীর্ঘ সময়ে কোন দিন একবার রিকশা ভাড়াও দিতে পারি নাই উপরন্তু উনি আমার গাড়ী ভাড়া দিয়ে দিতেন। পরিশেষে বলতে চাই এক সময়ের দুই প্রিয় ছাত্র হুজুরকে বড় কষ্ট দিয়েছেন। একজন করেছেন বেয়াদবী অপরজন করেছেন মোনাফেকী যাহা তিনি ক্ষমা করেছেন কিনা আমার জানা নেই। আল্লাহ তাদের হেদায়াত করুন।

সর্বপরি আমি আমার সকল সুন্নী ভাই ও ওলামায়ে আহলে সুন্নতের প্রতি আমার নিবেদন আমরা তার আদর্শকে আমাদের জীবনের পাথেয় হিসাবে ধারণ করি। আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুক। আমীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) স্মৃতিকথার কিছু ব্যথা

এডভোকেট মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী

এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর, জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম-

"মওতুল আলেম, মওতুল আলম"-

অর্থাৎঃ একজন হাক্কানী রাব্বানী আলেমের ইন্তিকালে একটি জগতের মৃত্যু হয়।

পীরে কামেল, বাতিলের আতঙ্ক, সারা বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের অহংকার, আপোষহীন লেখক, ওস্তাদুল ওলামা, মোনাজেরে আজম, হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল এর ওফাতে সারা বিশ্বের মুসলিম জাতির জন্য বয়ে এনেছে এক বিরাট শূণ্যতা। তাঁর চলে যাওয়া সারা বিশ্বের নবীপ্রেমিক ও ওলীপ্রেমিক আশেক সুন্নী পীর মাশায়েখদের নিকট বয়ে এনেছে এক হৃদয়বিদারক যন্ত্রণা। তাঁর মত বিশ্ববিখ্যাত একজন সুন্নী আলেমের ইন্তেকাল মুসলিম জাহানের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর ব্যক্তিগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আদব-আখলাক, সামাজিক দায়দায়িত্ব সারা বিশ্বের সুন্নী মুসলিমদের একত্রীকরণে তাঁর সাহসী ভূমিকা, ক্ষুরধার লিখনী, ওয়াজ নসিহত ইত্যাদি কর্মকান্ডের মাধ্যমে হোসাইনী পন্থী সুন্নী আক্বিদার দিকনির্দেশক হিসাবে তিনি সকলের মাঝে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

মানবতার মহান মুক্তিদাতা, দো-জাহানের কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "মানুষ যখন ইন্তেকাল করে, তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমুদয় আমল রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ তিনটি আমল থেকে বিনিময় বন্ধ হয়না। ঐ তিনটি আমল হল-

(১) ছদকায়ে জারিয়া

(২) উপকারী ইলম এবং

(৩) নেক সন্তান, যে তাঁর জন্য দুআ' করে। (মিশকাত শরীফ)

"ওয়া যাক্কির ফাইন্নায যিকরা তানফাউল মুমিনীন" অর্থাৎ, আপনি নসীহত করে যান, নসীহত মুমিনদের উপকৃত করে। (সুরা যারিয়াত)।

মহান আল্লাহ তাআ'লার শাশ্বত এই বাণীকে শিরোধার্য করে তিনি ওয়ায বক্তৃতার ময়দান সহ বিভিন্ন উপায়ে আজীবন ঈমান-ইসলামের তথা সুন্নীয়তের কাজ চালিয়ে যান। আল্লামা জলিলের কর্মময় জীবন এমন করে সার্থকতা পেয়েছে, যাতে হাদীসে বর্ণিত তিনটি উৎস থেকেই তাঁর নেক আমলের ধারা জারী থাকবে। তিনি ২৬শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৪০ বাংলা সনে চাঁদপুর জেলাধীন মতলব থানার অন্তর্গত আমিয়াপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন দিল্লীর প্রখ্যাত বুজুর্গ, ফেকাহবিদ এবং বাদশাহ আলমগীর এর ওস্তাদ মোল্লা আহমদ জিয়ুন (রাঃ)। তিনি ১৯৫২ সালে মাত্র দুইবছর তিনমাসে কালামে পাক হিফ্য্ শেষ করেন। তিনি শিক্ষাজীবনে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ কামিল, এম.এ (ইতিহাস) পাশ করেন। কর্মজীবনে কলেজে অধ্যাপনা, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদ্রাসা ও ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরীয়া তৈয়্যবীয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে সুচারুরুপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হযরত তারেক শাহ (রঃ) মসজিদে ও ঢাকাস্থ শাহজাহানপুর গাউসুল আজম জামে মসজিদে খতিব হিসেবে সাহসী ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বোখারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফ এর বাংলা অনুবাদ সহ প্রায় বিশখানা কিতাব প্রণয়ন করেন। তাঁর লিখিত এসব গ্রন্থগুলো বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের নিকট সঠিক আক্বিদা চর্চার দিকনির্দেশনা রুপে বিবেচিত হয়। তিনি বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে সুন্নী মুসলমানদের ঈমান তরতাজা করেন ও বাতিল মতবাদ দূরীভূত করণে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন প্রখর মেধাবী ও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর অনেক ছাত্র বর্তমানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য ওলামায়ে কেরাম। এদেশের সরলমনা মুসলমানরা তাঁর ওয়াজ ও বক্তৃতায় যেভাবে উপকৃত হয়েছেন আর কোন মাধ্যমেই তা সম্ভবপর হয়নি।

আল ওলামাউ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া-
অর্থাৎ- আলেমগণ হচ্ছেন নবীগণের উত্তরসূরী।

এ পবিত্র বাণীর সার্থক প্রতিরূপ আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ)। প্রিয়নবীর যোগ্য উত্তরসূরীরূপে তিনি আজীবন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সহজ সরল পথের উপর অটল অবিচল অধিষ্ঠিত থেকে নবীজীর আদর্শ বাস্তবায়নে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। প্রিয়নবীজীর সাথে বিন্দুমাত্র গোস্তাখী বা অশোভন আচরণকারী; সে যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতে একটুও সংশয় প্রকাশ করেননি। বাতিল আক্বিদা পন্থীদের নিকট তিনি ছিলেন এক মহা আতঙ্কের প্রতিকৃতি। বাতিলরা নিজেদের যতবড় আলিম দাবী করুক না কেন কোন মাসয়ালা মাসায়েলের বিষয়ে তাঁর নাম শুনলেই আর কোন যুক্তিতর্কে তাঁর সামনে বসার সাহস পেত না।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফে মহান আল্লাহতাআলার ইরশাদ- "ওয়াকুনু মাআ'স সোয়াদেকীন"

এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে অনেক হাক্কানী ওলামা মাশায়েখদের ছোহবতে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তন্মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় তিনি হলেন বাংলাদেশের সুন্নী আন্দোলনের বীর পুরোধা ব্যক্তি আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ)। আমার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর সাথে বহু ওয়াজ নসিহতে একত্রে যাওয়ার ও মনোযোগের সাথে তাঁর নবীপ্রেমের মধুমাখা অন্যদিকে বাতিল প্রতিরোধ প্রশ্নে দুধারী তলোয়াররুপী সংগ্রামী ওয়াজ শোনার। তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য ওয়াজের কথা আমার মনে পড়ে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানাধীন তিনগাঁও মুন্সী ওয়াহেদ আলীর বাড়ীর ওয়াজ মাহফিলের স্মৃতিকথা। গত ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুরের (রঃ) সাথে আমি, মাওলানা আবদুল মান্নান জিহাদী, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আশেকী, ডঃ আনোয়ার সহ বহু আলেম ওলামা ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মুন্সী ওয়াহেদ আলীর বাড়ীতে হুজুরের ওয়াজ শুনতে ভিড় জমিয়েছিলেন। মাহফিলস্থলে গিয়ে দেখতে পেলাম একই গ্রামে একই দিনে সে গ্রামেরই একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বাংলাদেশ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি'র আমন্ত্রণে অন্য একটি মাহফিলে ওহাবী নেতা ফজলুল হক আমিনী বক্তব্য দিবেন। আমিনী সাহেব বক্তব্যের পূর্বেই মুন্সিগঞ্জ জেলার তদানীন্তন পুলিশ সুপারের সহায়তায় সেখানে একদল থানা পুলিশ ও সি আই ডি পুলিশের টিম আমাদের মাহফিল বন্ধ করার জন্য উপস্থিত হন। এক পর্যায়ে পুলিশ টিমটি আমাদের মাহফিলটি বন্ধ করতে মুন্সী ওয়াহেদ আলীকে অনুরোধ করলেও তাদের উপস্থিতিতেই ফজলুল হক আমিনী তিনগাঁও স্কুলের সামনে অনুষ্ঠিত মাহফিল থেকে মাইকে ঘোষণা দেন যে, "যারা মিলাদ কেয়ামের মত বেদাতী অনুষ্ঠান করবে তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েজ হবেনা" (নাউযুবিল্লাহ)। তার এহেন নবীবিদ্বেষী বক্তব্যটি মাইকে শুনতে পেয়ে আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের উন্মুক্ত বাহাছ করার প্রস্তাব করেন। তিনি আরো প্রস্তাব করেন আমিনী সাহেব যদি কোরআন-হাদীস থেকে তার মন্তব্যের সমর্থনে ন্যুনতম একটি দলিলও পেশ করতে পারেন তাহলে হুজুর নিজেই তাকে পাঁচলক্ষ টাকা জরিমানা প্রদান করবেন। আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

(রঃ) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ), মিলাদ মাহফিল, ওরছ ফাতেহা এতদ যাবতীয় সুন্নীয়তের আনুষঙ্গিক বিষয়ে কোরআন-হাদীস-ইজমা-কিয়াসের বিভিন্ন দলিল তুলে ধরে ওহাবীদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) এর প্রস্তাব নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাগণ আমিনী সাহেবের নিকট গিয়ে হুজুরের প্রস্তাবটি জানালে আমিনী সাহেব বাহাছের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন। বরঞ্চ তিনি তড়িঘড়ি করে তার বক্তৃতা শেষ করে ফেৎনা ফাসাদের দোহাই দিয়ে আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) এর ভয়ে রাত আটটার মধ্যেই মাহফিল স্থল ত্যাগ করে চলে যান। আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) এর নেতৃত্বে আমি ও আমার অন্যান্য সহযোগিদের নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের বিভিন্ন আমল, আচার অনুষ্ঠান জায়েজ বলে বোঝাতে সক্ষম হই। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কর্মকর্তাগণ আমাদের সাথে একমত প্রকাশ করে আমাদের ওয়াজ মাহফিল চালিয়ে নিতে অনুমতি প্রদান করেন। ওয়াজ মাহফিল শেষে মাহফিলে উপস্থিত সহস্রাধিক জনতা মহান আল্লাহ তাআ'লার দরবারে শুকরিয়া আদায়ান্তে বিজয়োল্লাসে আনন্দ মিছিল নিয়ে আমাদের ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ মহাসড়কে বিদায় দিতে এলে যে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা আমার জীবনের সত্যিই এক বিরল স্মৃতি হয়ে থাকবে। সেদিন ফজলুল হক আমিনী নবীপ্রেমবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) এর সাথে বাহাছ না করে ঢাকায় পালিয়ে আসাটাই প্রমাণ করে আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) বাতিলপন্থীদের সামনে ছিলেন এক মূর্তিমান আতঙ্কের নাম। এমন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের ছেড়ে মহান বারী তাআ'লার পবিত্র বাণী "কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাওত"- এ অমোঘ সত্যের চিরায়ত ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর মাহবুবের (দঃ) দরবারে হাজিরা দিতে চলে গেছেন, আমাদের মাঝে আর কখনো ফিরে আসবেন না, একথাটি ভাবতেই মনের গহীনে মোচড় লাগে। মনের অজান্তে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে কবির ভাষায়-"যেতে নাহি দিব হায়, তবু দিতে যেতে হয়- তবু চলে যায়।"

হুজুরের একজন স্নেহভাজন হিসেবে হুজুরের সাথে অনেক জায়গায় যাওয়ার ও একান্ত নিভৃতে তাঁর সাথে কথোপকথনের সুযোগ আমার হয়েছে। অধম নিজের ক্ষুদ্রতায় হুজুরকে ভালবাসতাম- হুজুরও আপন বিশালত্বের ছোঁয়ায় দরাজ দিলের স্নেহ মমতায় আমাদের ভালবাসতেন। তিনি চলে গেছেন, কাল আমাদেরও চলে যেতে হবে। আজ তাঁর স্মৃতিকথন লিখতে গিয়ে কোথা হতে শুরু করে কোথায় শেষ করব ভেবে কূল পাচ্ছিনা, কলমের কালি স্তম্ভিত হয়ে পড়ছে আর আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের "দোলন-চাঁপা" কাব্যের "শেষ প্রার্থণা" কবিতার দুটি ছত্র মনে পড়ছে-

"আজ চোখের জলে প্রার্থণা মোর শেষ বরষের শেষে,
যেন এমনি কাটে আসছে জনম তোমায় ভালবেসে।
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে' সব হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে।"

আজকের স্মৃতিচারণ শেষ করার পূর্বে হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি মধুর হাদিস স্মরণে আসে-" কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআ'লা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন সুস্থ অবস্থায় আমার এই বান্দা যেসব সৎকর্ম করতো সেগুলো তোমরা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাকো"। সুতরাং আল্লামা জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) সুস্থাবস্থায় যেরূপ আমলনামার অধিকারী ছিলেন ঠিক আমাদের মাঝ থেকে চলে যাওয়ার পরও তার সৎকর্ম গুলো নিয়মিত লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। মহান আল্লাহর দরবারে এই ফরিয়াদই করি- হে আল্লাহ!! আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল ছাহেব হুজুর (রঃ) কে দয়াল নবীজীর শাফায়াৎ নসীব করুন আর আলমে বরজখে তাঁকে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন! বেহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ কেমন এ্যাক্সিডেন্ট!

মাওলানা নাজমুস্ সা'দাত ফয়েজী

হযরত আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল সাহেব (রঃ) মাইক্রোবাস যোগে গিয়েছিলেন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার অন্তর্গত গবিন্দপুর এর বিশাল সুন্নী সমাবেশে সাথে ছিলাম আমি নাজমুস্ সা'দাত ফয়েজী ও ফারুক নকশবন্দী [সাহেবজাদা ফজলুল করিম নকশাবন্দী (রঃ)] ও সিকান্দার হোসেন সুমন (হুজুরের মুছল্লী)। মাহফিল শেষ করে ড্রাইভারকে হুজুর বললেন, তুমি এখন বের হবে ড্রাইব করতে। এত কষ্টের পর অসুবিধা হবে নাতো? ড্রাইভার ছিলো বিহারী। সে বলল হুজুর আপনে দোয়া কিজিয়ে ইনশাআল্লাহ কোশেশ কারুঙ্গা। এরপর হুজুর গাউছে পাককে স্মরণ করে বের হলেন। তখন রাত ২টা বাজে স্থানীয় রাসিন্দা হিসাবে আমাকে হুজুর বললেন বাবা মাওলানা। তুমি সাতক্ষীরা শহর পর্যন্ত রাস্তাগুলো খেয়াল করে ড্রাইভারকে বলে দিও তখন আমি সাতক্ষীরা শহর পর্যন্ত ড্রাইভারকে দেখিয়ে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে আসা শুরু করলাম যখন সাতক্ষীরা শহরে পৌছালাম ঠিক সে সময় হুজুর বললেন ড্রাইভার সাহেব চা খেয়ে নাও এবং কিছু খেয়ে নাও তাহলে তোমার সুবিধা হবে। কারণ, রাস্তা এবার তুমি চিনতে পারবে আর ফয়েজী ক্লান্ত। সে একটু ঘুমিয়ে পাড়লে আর অসুবিধা হবে না। ড্রাইভার বলল হুজুর সামনে যেয়ে চা-খাব-এরপর শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে লাবসা বলে একটা জায়গা আছে এই জায়গায় একটা মোড় আছে মোড়ের পশ্চিমে একটা বড় বাড়ী আছে যার নাম আমেরিকান বিল্ডিং। এই বিল্ডিং এর গেট বরাবর সামনে একটা আম গাছ ছিলো। আর আম গাছটা একেবারেই মোড় নিলেই সামনে পড়ে ঠিক এই মোড়ে যখন গাড়ী পৌছে তখন গাড়ীর গতি ছিল ১০০ মাইল বেগে আর ড্রাইভার ইতিমধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। এমনসময় মোড় এবং সামনে আমগাছ এবং আমগাছের নিচে একটা ক্যানেল ছিলো বড় ধরনের। বিষয়টি হুজুর নিজেই খেয়াল করলেন বাকী সাথীরা পিছনে ঘুমিয়ে আছে। আর হুজুর ড্রাইভার এর বামে সামনের সিটে বসা ছিলেন। হুজুর বললেন এই ড্রাইভার কি করছ? তোমার গাড়ী রোড আউট হলো কেন? বলতে বলতে সাথীদের ঘুম ভাঙ্গল এবং সাথীরা দেখল এবং শুনলো ড্রাইভার একবার ব্রেক দিলেন কিন্তু গতিরোধ কমলো না। এসময় হুজুর ইয়া গাউছেপাক বলে একটা চিৎকার দিলেন আর গাড়ীটা সরাসরি বড় আমগাছের সাথে ধাক্কা লেগে গাড়ীর সামনের পুরো অংশটাই ভেঙ্গে গতি না কমিয়ে দুই/তিন ফুট পশ্চিমে ক্যানেল/খাল এর মধ্যে পড়ে গেল। পড়ার পর দেখা গেল অন্ধকার গাড়ী খালের মধ্যে এবং চারচাকা ঠিক উপরের দিকে।

আমি আর ফারুক ভাই মাঝখানে ছিলাম আমরা ভাঙ্গা জানালা দিয়ে বের হলাম এবং চিৎকার দিয়ে বললাম হায়-হায় হুজুরও নেই সামনে ড্রাইভারও নেই একি বিপদ হলো বলতে বলতে হুজুরের আওয়াজ শোনা গেল, হুজুর বললেন ঠাণ্ডা হও আমার আর ড্রাইভারের কিছু হয় নাই, তোমরা কেমন আছ তাই বলো। আমি লাইটটা পেলে বের হবো তোমরা উপরে উঠ ভালভাবে খেয়াল করো কার কি হয়েছে? এরপর সাতক্ষীরা সদর থানায় পুলিশকে খবর দিতে হবে। অপেক্ষার পর সকাল হলো ক্রেন দিয়ে গাড়ি উঠানো হলো। গাড়ীর অবস্থা দেখে সবাই বললো, (পথিকরা) এই রকম এ্যাকসিডেন্ট হলে কারো বাঁচার কথা নয়, কারা এখানে এ্যাক্সিডেন্ট করলো মনে হয় মেডিকেল না হলে, লাশ হয়ে যেত। একথা শুনে হুজুর হাসতে হাসতে বললেন গাউছে পাকের নেগাহ থাকলে কাউকে লাশ হতে হয় না।

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর ইনতেকালে গভীর শোকাহত

সঞ্চয় করুন - স্বাবলম্বী হোন

একটি বিশ্বস্ত নাম

মাতৃছায়া বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

১১৪/৩, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নীয়তের অনন্য প্রতিভা আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ)

মুফতি আবু ছাফওয়ান মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদদ

জন্ম আর মৃত্যু এই দু'টি শব্দের সাথে সকল মানুষ পরিচিত। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করেছেন كل نفس ذائقة الموت অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল। এই অমোঘ বিধান থেকে বাঁচার কোন রাস্তা নেই। এর পরও কিছু মৃত্যু আছে যা মানুষের মনে রেখাপাত করে। মেনে নিতে কষ্ট হয়। মনের মধ্যে তীব্র আকাংখা থাকে যে মানুষটির মৃত্যু হয়েছে সে যদি আরও কিছু কাল বেচে থাকত? তেমনি একজন সফল মানুষ মুহাক্কিক আলিম, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক বক্তা, মুনাজিরে আহলে সুন্নাত, সংগঠক, নবী প্রেমিক, আক্কিদার ব্যাপারে আপোষহীন, লেখক, গবেষক আল্লামা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ)। যিনি গত ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার দিবাগত রাতে দুনিয়ার স্বল্পকালীন হায়াত শেষ করে পরকালের অনন্তকালীন জীবনের দিকে চলে গিয়েছেন। যার শূন্যতা বাংলাদেশসহ বহিঃবিশ্বের সুন্নী মুসলিম জনতা অনুভব করছেন তীব্রভাবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করেন। যিনি নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) শান মান রক্ষায়, প্রচার ও প্রসারে দেশ-দেশান্তরে সফর করেছেন, বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন সেই দয়াল নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) পবিত্র রওজা মোবারকের সাথে যেন তাঁর কবরের সম্পর্ক স্থাপন হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই।

(১) আজ থেকে প্রায় দেড় দুই বছর পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ এক কাজে হুজুরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য দুপুর ১২টার দিকে উনার বাসায় যাই। আমার সাথে ছিলেন মাওলানা জহিরুল ইসলাম (বাপ্পী), ঢাকা আজিমপুর জামে মসজিদের খতিব মোশারফ হোসনে হেলালী আমাদের জন্য সময় বরাদ্দ করেছিলেন ২০ মিনিট। কিন্তু সাক্ষাতের পর কথা বলার সময় সেই নির্ধারিত সময় পেরিয়ে প্রায় ২ ঘন্টা হলো। সেই সময়ে তিনি তাঁর জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করলেন। যা সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত। হুজুর বলে ছিলেন তিনি যখন ঢাকা হাজী ক্যাম্প মসজিদে ইমামতি করতেন তখন কিভাবে ওয়াহাবী তাবলীগী ও জামাত পন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হাজী ক্যাম্প এর মসিজদকে বাতিলদের কবল থেকে মুক্ত করে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ওয়াহাবী ও তাবলীগিরা সব দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে এমন কিছু কুট-কৌশল অবলম্বন করল যাতে অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ) কে উক্ত মসজিদ থেকে সরানো যায়। সেই প্রক্রিয়ায় তারা বলল নামাজের পর উচ্চস্বরে তালবীয়া ও যিকির পাঠ করা না জায়েজ। একথা বলার পর এর সমাধানের জন্য বহছের আয়োজন করা হল। ওয়াহাবীদের পক্ষে তৎসময়ে সৌদী রাষ্ট্রদূত, ধর্ম সচিব বলিষ্ট ভূমিকা রাখেন। আর হুজুরের সাথে আল্লামা মুহাদ্দিস ফজলুল করিম নকশবন্দী, ঢাকা কাদেরীয়া মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক এবং বিজ্ঞ ছাত্রবৃন্দ। আল্লাহর রহমতে ঐ দিন তিনি তাঁর স্বপক্ষে আটখানা দলিল উপস্থাপন করেন পক্ষান্তরে ওয়াহাবীরা কোন দলিল উপস্থাপন করতে পারেনি। শেষ পর্যায়ে যিনি বিচারক তিনি ওয়াহাবী মতাদর্শের হওয়ায় রায় দিতে বিলম্ব করেন। তৎক্ষণাত সুন্নী মুসলিম জনতা তাকবীর ও রেসালাত এর আওয়াজে যখন হাজী ক্যাম্প প্রাঙ্গণ মুখরিত করলেন তখন সৌদী রাষ্ট্রদূত পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। আল্লামা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর মেধা ও প্রতিভার কারণে সেদিন সুন্নীয়তে জয় হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আল্লামা জলিল সাহেব হুজুর (রহঃ) ছিলেন সুন্নীয়তের অসাধারণ প্রতিভা। শেষে একথাই বলব উস্তাজুল উলামা আল্লামা হাফেজ আব্দুল জলিল রাহনুমায়ে আহলে সুন্নাত পে লাখো সালাম।

মহা-সচিব আহলে সুন্নাত শরীয়া বোর্ড
খতিব, গাউছিয়া জামের মসজিদ, হবিগঞ্জ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাতিলের আতঙ্ক অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ)

মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, বাঙ্গারামপুর, বি-বাড়ীয়া

একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিসরেই বলছি, সুন্নী জগতের বীর মুজাহিদ প্রিন্সিপাল হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) চলমান বিশ্বে সুন্নী মুসলমানদের নয়নমনি বাংলাদেশ ইসামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এমন একটি নাম "যেই নামই বাতিলদের জন্য অশনি সংকেত"।

আল্লাহর প্রিয় হাবীবের পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণীর বাস্তবায়ন ৭৩ ফিরকার প্রকাশ চলছে গোটা দুনিয়ায়। আর নবীজীর ঘোষণা "মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহি এর সঠিক ফিরকা তথা দল হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। বাংলার বুকে সেই সঠিক দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রিন্সিপাল এম.এ. জলিল (রহঃ)। আর তাঁর নেতৃত্বের প্রশংসাও করছিলেন শীর্ষস্থানীয় আলেম হতে শুরু করে সর্বকনিষ্ঠ আলেমগণ। তবে নবী দুশমনদের জন্য গাত্রদাহ ছিলো সেই আলোকজ্জ্বল নাম। বাংলার জমিনে এমন কোন বাতিলপন্থী পুরুষ নেই যে এম.এ. জলিলের ক্ষুরধার লেখনীকে বাঁধা দিবে। তবে কিছু লেজ গুটানো নামধারী বাতিল আলেম কা-পুরুষের মত ঘরের কোনে বসে বসে আওয়াজ করে, এম.এ. জলিলের নাম শুনলেই যাদের হাজত শুরু হয়ে যেত।

প্রিন্সিপাল হাফেজ এম.এ. জলিল তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সুন্নীয়াতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই প্রখর মেধাবী ও তুখোড় ছিলেন। যিনি একাধারে হাফেজ, মাওলানা, সুবক্তা ও বি.সি.এস ছিলেন যা আলেম সমাজে খুব কমই মিলে। কর্ম জীবনে বিভিন্ন মসজিদের খতিবের দায়িত্ব, ব্যাংকে চাকুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং বিভিন্ন মাদরাসায় অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব পালনের মধ্য থেকেও সুন্নীয়াতের খেদমত করেছেন। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অন্যতম দ্বীনি সুন্নী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসা সহ ঢাকার বুকে প্রতিষ্ঠিত জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে বহু বছর খেদমত করেছেন। যার হাতে গড়া লক্ষ লক্ষ ছাত্র আজ বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতের প্রধান।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এ সুপ্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন আধুনিক বিশ্বের লন্ডন, আমেরিকাসহ বহুদেশ ভ্রমণকারী, লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, মুজাহিদ প্রিন্সিপাল এম.এ. জলিল (রহঃ) বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও মাসিক সুন্নীবার্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক। এ মর্দে মুজাহিদের লিখিত নূরনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিতাবটি আজ সুন্নী জগতে সু-বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ এবং বাতিলের জন্য ক্ষেপনাস্ত্র। লেখকের অন্যতম সম্পাদনা বাংলায় ছহীহ বুখারী শরীফ গোটা সুন্নী জগতে বেশ সমাদৃত। তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমিয়াপুর বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা দাখিল মাদ্রাসা।

প্রিন্ট এন্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সারা দেশে ইসলাম তথা সুন্নীয়াত প্রচারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছিলেন এ বীর সৈনিক। বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে আজ সুন্নীয়াতের ঢংকা বাজছে। সারাটি জীবন রাসূল প্রেমের কথা আউলিয়াদের আদর্শ প্রচার করে লেখক গবেষক এম.এ. জলিল আজ নিবৃতে পরকালের বাসিন্দা। প্রভূ তাঁকে চিরস্থায়ী জান্নাতবাসী করুন আমিন! প্রিন্সিপাল এম.এ. জলিলের ইনতেকালে সারা সুন্নী জগতে আজ শোকের মাতম। আমরা বাঞ্চারামপুরবাসীও গভীর শোকাহত।

আমার সংক্ষিপ্ত এ লেখনীর সমাপ্তি টানতে গিয়ে শেষ কথাটি হবে প্রিন্সিপাল এম.এ. জলিলের (রহঃ) সুন্নীয়াত প্রচারাভিযান যেন সুন্নী আলেমদের দ্বারা অব্যাহত থাকে। এ আকুল আবেদন সকল সুন্নী আলেমদের প্রতি।

উল্লেখ্য যে, অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল আক্বিদা বিশ্বাসে সুন্নী, হানাফী ও সাধক, মুজাহিদ বহু মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও জশনে জুলছের প্রবর্তক সুন্নী জামাতের নয়নমনি, আলে রাসূল আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহঃ) এর মুরিদ ছিলেন। আল্লাহ হুজুরকে জান্নাতবাসী করুন। আমিন।

বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুরের ইন্তেকালে আমরা একজন অভিভাবক হারিয়েছি

মোঃ বেলাল হোসাইন, দক্ষিণ শাহজাহানপুর

আল হামদুলিল্লাহ, সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ পাকের। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানব জাতি। আর মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তার প্রতিনিধি নবী, ও অলীরা। আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ, আল্লাহ পাকের একজন মাহন অলীর কিছু স্মৃতি হিসাবে কলমের কালি দ্বারা তুলে ধরবো।

আমি যখন ওহাবী ও সুন্নী বুঝতাম না তখন আমার এক বন্ধু (মোঃ কামাল হোসেন, সরকারী চাকুরীজীবি) প্রায়ই বলতো দোস্ত তুমি কোথায় নামাজ পড়- ওরাতো ওহাবী ওদের পিছনে নামাজ পড়লে নামাজ হয় না। এভাবে ওর সাথে আমার ইসলামিক বিষয় নিয়ে টুকি টাকি কথা হয়। এর ফাঁকে কয়েক দিন চলে যায়। প্রায়ই সিদ্ধান্ত নেই, গাউছুল আযম জামে মসজিদে যাবো; আবার যাওয়া হয় না। শয়তানে পেয়ে বসে। হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্নে দেখতে পাই একজন হুজুর (২৯/০৫/২০০৭ইং রবিবার) বলছেন- শোন তোকে দোয়া করতে এসেছি তুই একদিন বড় অলী আল্লাহ হবি-আমার সাথে পড় লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (এভাবে তিন বার) ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফজরের আযান শুনি নামাজ পড়ি। সপ্তাহ ঘুরে আসল জুমার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেই, এবার মনকে স্থির করলাম গাউছুল আযম জামে মসজিদে নামাজ পড়ব। একটু আগেই বের হয়েছি হুজুর দরুদ শরীফ টান দিলেন- প্রথম মিম্বারের দিকে তাকাতেই হঠাৎ চমকে উঠলাম এতো ঐ রাতের সেই হুজুর; যিনি আমাকে দিদার দেখিয়ে ওনার কদমে নিয়ে এসেছেন। বললাম আলহামদুলিল্লাহ! ভাবলাম অলীগণের বেলায়েতের কি খেলা! ধরতে না পারলে বোঝা মুশকিল। এমনি করে কয়েক বছর হুযুরের কদমে কাটিয়ে দিলাম। ঢাকার বুকে অনেক মসজিদ। কিন্তু গাউছুল আজম মসজিদের মতো নয়। কেউ হুজুরের মতো নয়। হুজুরের স্পষ্টবাদিতা, নবী প্রেম, অলী প্রেমের যে বীজ বপন করেছিলেন তাতে চাড়াগাছ হয়েছে, ডালপালা হয়েছে, ফুটেছে ফুল আর ফুলের সুগন্ধিতে আমরা গোলামরা মতোয়ারা। কে বলেছে হুযুর নেই, হুযুর আমাদের হৃদয়ে আছেন, থাকবেন কেয়ামত পর্যন্ত তারপরেও। ওনার কাছে আমরা ঋনী, চিরঋণী, কাজের ফাঁকে বা কোন কারণে যদি জুমার নামাজ গাউছুল আযম জামে মসজিদে না পড়তে পারতাম তাহলে সেদিন আর কোনক্রমেই ভাল লাগত না, কবে আরেকটি জুমা আসবে। কবে হুযুরের নুরানী মুখ থেকে নবীপ্রেম, অলী প্রেমের শানদার বয়ান শুনব। উনার নুরানী তকরির শুনতে শুনতে দুপুরের খাবারের কথা ভুলে যেতাম। উনাকে হারিয়ে সত্যিই আমাদের কষ্ট হয়। হুযুরের খেদমতে নিজেকে তেমন কাটানোর সুযোগ পেতাম না। কারণ, ওনার চারপাশে মুরিদ ও আশেকাণ থাকতেন। হুজুর দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। কখনও সফরসঙ্গী নিতেন, আবার নাও নিতেন। উনাকে নিয়ে চিন্তা করতাম যদি বাতেলরা উনার ক্ষতি করে। প্রায়ই স্বপ্নে সাক্ষাৎ দিতেন। কোন অবস্থাতেই নিজেকে আড়াল করতেন না। হয় দেশে না হয় বিদেশে। হুযুরকে নিয়ে গবেষণা করতাম। উনি বিদেশে আছেন তা সত্ত্বেও আমাকে ওনার অবস্থান সহ কি করছেন তাও দেখাতেন। উনাকে নিয়ে চিন্তা করলেই মনের ভাষা বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই এই অধমকে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দেখাতেন। ছোবহান আল্লাহ! হুযুরের বেলায়েতের শক্তি ছিল প্রখর। একদিন আমি ওনার খেদমতের সুযোগ পাই। এক বয়স্ক লোক উনার প্রতি হাত পাখা নাড়ছিল। মনে মনে ভাবছি পাখাটা যদি কিছু সময়ের জন্য পেতাম তাহলে নিজেকে নিয়োজিত করতাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পাখা হাতে আসল-নাড়া শুরু করলাম। এবার হুযুরকে পরীক্ষা করব বলে মনে মনে বলতেছি- আমি আমার মুর্শীদকে বাতাস করছি। নায়েবে রাসূল এর খেদমত নবীজীর খেদমত আর নবীজীর খেদমত স্বয়ং আল্লাহর খেদমত। উনি নীচে (খানকায় বসে কি যেন লিখছিলেন) প্রথম কথায় আমার দিকে তাকালেন, দ্বিতীয় কথায়ও আমার দিকে তাকালেন, তৃতীয় কথায়ও আমার দিকে তাকালেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মৃদু হাঁসলেন। উনি মনের ভাষা বুঝতেন। ছোবহান আল্লাহ!

আমি গাউছুল আযম মাইজ ভান্ডারীর মুরিদ হওয়া সত্ত্বেও হুযুরের এ বেলায়েত দেখে আমি ওনাকে মনে প্রাণে ভালবাসতাম। মহব্বত কি জিনিস, আশেক, আশেকে রাসূল কিভাবে হতে হয় তিনিই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যেন ঘুমন্ত দেহকে জাগিয়ে তুললেন। আমরা ঋণী, চির ঋণী, উনার পায়ের ধুলা হতে শুরু করে চুল পর্যন্ত আপাদমস্তক ছিল নবীজীর প্রতি এশকের আগুন।

আমি যদি তরিকা গ্রহণ না করতাম তা হলে উনার কাছেই বয়াত গ্রহণ করতাম (তবুও তিনি আমার হৃদয়ে আছেন, থাকবেন। উনি এও জানতেন আমি অন্য তরিকায় আছি। ওনার অসুস্থতার মধ্যে জুলাই মাসে আবার দেখা দেন, বাবা তোমারে তো অনেক দিন যাবত দেখিনা। তুমি আমার সফরসঙ্গী হিসেবে থাইকো। অন্যকিছু চিন্তা কইরনা। আমি তোমার জন্য দোয়া করি। হুযুরের উছিলায় আমার জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। যা লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমাদের মাঝ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এক জন পীরে কামেল মহান অলী গমন করলেন। মহান আল্লাহপাক উনার বেলায়েতকে আরো প্রসারিত করুন আমিন। প্রাকটিক্যাল ভাবে নবীজীও উনাকে উনার নূরানী হাতে কবুল করেছেন-খোঁশ আমদেদ। সকলে আল হামদুলিল্লাহ বলি। পরিশেষে মহান আল্লাহ পাক নবীজীর এবং অলীর উছিলায় আমাদের গুনাহ খাতা মাফ করুন-আমিন।

কৈফিয়ত

আল্লামা হাফেজ মাওলানা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহ:) এর ইনতিকালের কারণে সুন্নীবার্তা প্রকাশে বিলম্বিত হওয়ায় সম্মানিত পাঠক/ পাঠিকাদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। পরবর্তী সংখ্যাগুলো ধারাবাহিকভাবে যথাসময়ে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

–ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

হৃদয় জাগরণে: অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল

আনোয়ার হোসেন
এম.এ. (হাদীস) বি.এ. অনার্স, ঢাবি

যুগ সন্ধিক্ষণের কলম সম্রাট ইশকে রাসূল এর অনুপম দৃষ্টান্ত ওহাবী মওদুদীদের যমদূদ সুন্নীয়তের কাননের গোলাপ সদৃশ, অধ্যক্ষ এম.এ জলিল সাহেব গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে দরিত্রীকে বিদায় জানিয়েছেন।..তাঁর মহাপ্রয়ানে সন্নী জনতার যে অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তাঁর রিপ্লেস অসম্ভব।

আমি আজ এখানে হুজুরের স্মৃতিলয়ের একটি ঘটনার বর্ণনা দেব যা আমার হৃদয়পটে বার বার দোলা দেয়।
ঘটনার বিবরণ ঃ গত ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ হজুর আমার এলাকায় (বি-বাড়ীয়া জেলা, কসবা উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে) বার্ষিক সুন্নী মহাসম্মেলনের প্রধান অতিথির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই অধমদের একলাকে ধন্য করেছিলেন। হুজুরকে রিসিভ করে দেখ ভাল করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার উপর। আর এটা ছিল হুজুরের একান্ত ইচ্ছেও।

এই ফাঁকে হুজুরের ড্রাইভার জনাব আবদুর রবের সাথে আমার হুজুরের বিষয়ে কিছু আলাপ হয়।

অলৌকিক ঃ আব্দুর রব সাহেব বললেন আজ থেকে ৪-৫ বছর পূর্বে বি-বাড়ীয়া জেলার নাসিরনগর থেকে প্রোগ্রাম করে ফিরছিলাম। পথি মধ্যে ওহাবীরা হুজুরকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করে রাস্তায় হুজুরের গাড়ী আটকে দেয়। তারপর দুশমনদের একজন হুজুরের নিকট চলে আসে এবং অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে হুজুরকে আক্রমন করতে উদ্যোগ নিয়ে হুজুরের মাথায় হাত দিয়ে বললো আরে। এটা তো জলিল না সে চালাকী করে চলে গেছে। তখন হুজুর অকোতুভয়ী নির্ভর হয়ে বসে রইলেন। অতঃপর দুশমনরা চলে গেল। হুজুর (রাঃ) নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন; সুবহানআল্লাহ! অথচ শত্রুরা হজুরের শরীর পর্যন্ত টাচ করেছে কিন্তু এশকে রাসূল তাকে উদ্ধার করেছে। এটাই হলো ইশকে মাহবুবের অনল; যা দেখা যায় না। সে আগুনে একবার পুড়লে কোন অশুভ শক্তি তাঁর কিছু করতে পারেনা। আল্লাহ হুজুর (রঃ) কে সর্বোচ্চ জান্নাত দান করুন। আমিন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরছালিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি নক্ষত্রের পতন! অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি

সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

কালের আবর্তে মহাকালের গর্ভে একে একে সবকিছু বিলীন হয়ে যায়। এটাই নিয়ম। কিন্তু তবুও মহান আল্লাহপাক যুগে যুগে এ ধরাপৃষ্ঠে এমন কিছু মানুষের জন্ম দেন যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়েও তাঁদের মহামূল্যবান কর্মের মাধ্যমে বেঁচে থাকেন। তাঁদের কখনো ভূলা যায়না। কীর্তিতে তাঁরা হয়ে থাকেন চির অম্লান। তেমনই একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, আশেকে রাসূল, বাতিল- মুনাফিকদের আতংক, সুন্নীয়তের বীরপুরুষ অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল সাহেব চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে মাওলার সান্নিধ্যে। কিভাবে লিখব এই কথাটি। কলম থেমে যায়, বাক রুদ্ধ হয়ে আসে। স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে শিরা-উপশিরা। যে কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তবুও মেনে নিতে হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে এই সংবাদটি আমার কাছে মনে হয়েছে অবিশ্বাস্য। যদিও তিনি অনেকদিন থেকেই অসুস্থ। তবুও মনে হত তিনি আরো অনেকদিন থাকবেন আমাদের মাঝে। নিয়তির অমোঘ বিধান। জন্মিলে মরিতে হইবে। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ায় আমাদের যে অপূরনীয় ক্ষতি, তাতো কখনো পূরণ হওয়ার নয়। আজ আমাদেরকে, কে যোগাবে শক্তি; সাহস। কে দেবে প্রেরণা? যাঁর নাম শুনলেই থরথর করে কেঁপে উঠতো নবী দুশমন বাতিলের দল। যাঁকে পেছন থেকে আক্রমণ করে আঘাত করতে চেয়েছে নবী দুশমন, হিংসুক, মুনাফিক শয়তানের চেলারা কিন্তু পারেনি। সেই তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। সুন্নীয়তের পথের দিশারী, নবীপ্রেমের গগনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র চলে গেলেন। হৃদয় ভেঙ্গে হয়ে যাচ্ছে চুরমার। শয়তানের চেলারা হয়তো খুশীতে বাক্ বাকুম। কিন্তু না, উনি রেখে গেছেন মহামূল্যবান লেখনীগুলো। এতেই আছে নবীর দুশমনদের উপযুক্ত জবাব। আর আমাদের জন্য আছে সরল সঠিক পথের দিশা। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। আছে তাঁর আদর্শ। আছে ক্ষুরধার লেখনীগুলো। আছে তাঁর আদর্শে গড়া সুন্নীয়তের সেনারা। হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল জলিল। নয় শুধু একটি নাম। তিনি নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান। জ্ঞানের সর্ব শাখায় ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। যা বর্ণনা করাও আমার মত নগণ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। সবাই জানত যাঁকে জলিল সাহেব হুজুর বলে। তাই বুঝি আজ সর্বত্র কান্নার রোল। আমাদের অনেকেরই কোন রক্তধরা সম্পর্ক ছিলনা তাঁর সাথে। তবুও তিনি ছিলেন আমাদের পরম আত্মীয়। আমাদের হৃদয় গহীনে তাঁর যে প্রীতিপূর্ণ অবস্থান তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। বোঝানো সম্ভব না। কিন্তু কেন তাঁর প্রতি আমাদের এই মমতা, ঘরে ঘরে এত কান্না। স্বজন হারানোর ব্যাথায় ও মানুষ এত ব্যাথিত হয়না, এত কাঁদেনা, এত ভাবেনা। তবে তাঁকে হারিয়ে কেন এত ব্যথা, এত কান্না। এই কান্নার যেন কোন শেষ নেই। কেন আমরা মেনে নিতে পারছিনা তাঁকে হারানোর ব্যাথা। কারণ, তিনি ছিলেন সুন্নীয়তের প্রাণ-পুরুষ, বিপথগামীদের আতংক। তাঁর দৃপ্ত বলিষ্ঠ উচ্চারণ শুনে পালাতো দুশমন, নবী প্রেমের এক জলন্ত অগ্নিশিখা। যে আলোয় অবগাহন করতো হাজারো সুন্নীজনতা। নূর নবীজীর শান ও মান এত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করতেন তাঁর মায়াময় মাধূর্য ভরা কণ্ঠে যা দোস্ত-দুশমন সবাই তন্ময় হয়ে শুনত। সেই তিনি নেই আমাদেরর মাঝে। হৃদয় মানেনা সে কথা। মানতে চায়না। সেই স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বর আর শুনতে পাবনা, তা কি কখনো হয়। যদিও নির্মম কিন্তু এটাই সত্য। তবুও কেন মানতে পারছিনা। মনে হয় এইতো সেদিন, হাসপাতালের বিছানায় অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। সেখান থেকে আমাকে ফোন করলেন। বললেন, তোমার লেখাটি কোথায় যে রেখেছি ঠিক মনে করতে পারছিনা। ঐ লেখার আর কোন কপি কি তোমার কাছে আছে? আমি বললাম, জ্বী আছে। বললেন, তাহলে কষ্ট করে ঐ লেখাটি আবার লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। তখনো ভাবতে পারিনি তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতটা অসুস্থ। ভেবেছি ভাল হয়ে যাবেন। যদিও মন চাইছিল তখন হুজুরকে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ইচ্ছে করলেইতো সবসময় সব ইচ্ছা পূরণ হয়না। তার অনেকদিন পর যখন আমরা দেখতে গেলাম তখন তিনি বাসায়। আমাদের দেখে এতটাই খুশী হয়েছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। বারবার বলতে লাগলেন, হবিগঞ্জ থেকে দুলন এসেছে তার স্বামীকে নিয়ে আমাকে দেখতে। শুধুমাত্র নূর নবীজীর ভালবাসার টানে, এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কি হতে যারে। যদিও আমরা বেশী কথা বলে অসুস্থাবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করতে চাইনি তবুও নিজ থেকে অনেক কথাই বললেন। আমার ছেলের মাতায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। আমাকে বললেন, যা মনে চায় লিখ। কখনো লেখালেখি বাদ দিওনা। সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে। আমরা কেউই থাকবনা। কিন্তু লেখাগুলো থাকবে। জলিল সাহেব সুন্নীবার্তা নামে একটা পত্রিকা বের করেছিল এটা থাকবে। আজ মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই আমাদের সাথে তাঁর শেষ দেখা। তাই এত সব বলেছিলেন। মন চায়নি সেদিন এত তাড়াতাড়ি চলে আসতে। তবু আসতে হয়েছে। মনকে তখন প্রবোদ দিয়েছি, চলে আসাই ভাল। কারণ তাঁর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ শুধু কথাই বলবেন। ভেবেছি আরো কিছুদিন পর আবার তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ঘরে বসে লেখালেখি তো করতে পারবেন। এই আশাই করেছি মনে মনে। কিন্তু আমার সে আশা পূরণ হয়নি। আমার মত অসংখ্য সুন্নী জনতাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অজানা সুদূরে। যেখান থেকে আর কেউ আসেনা ফিরে। হে পরম করুণাময় রবতায়ালা, যাঁর সারাটি জীবন কেটেছে তোমার প্রিয় মাহবুব (দঃ) এর পথ ও মত প্রচারের তরে, সর্বক্ষণ যিনি দগ্ধ হতেন নূর নবী (দঃ) এর প্রেমে, কাংখিত স্থানে রেখ তুমি তাঁকে।

আমাদের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ এই প্রার্থনা
করিও কবুল ওগো প্রভূ পাক রাব্বানা।

বীর জলিল (রহঃ)

মোঃ আমিনুল হক চৌধুরী নোমান
হবিগঞ্জ।

তব কীর্তি রবে অম্লান
যত দিন রবে সুন্নী মুসলমান
ওহে বীর জলিল,
দেশ হতে দেশান্তরে
সুন্নীয়তের প্রচার তরে
লিখেছ কত দলিল।
তুমি ছিলে জ্ঞানের গৃহ
ছিল না তোমার দুনিয়া মোহ
ছিল হিয়ায় রাসূল প্রীতি
ভ্রান্ত বাতিল আছে যত
তব কাছে হত নত
কিছুতেই তোমার ছিলনা ভীতি।
সারাটি জীবন গেছ লড়ে
সুন্নীয়তের প্রচার তরে
এমনই বীর তুমি,
তোমার মত সাহসী সেনা
ধরার বুকে আছে কয়জনা
তোমায় পেয়ে ধন্য বঙ্গভূমি।।
চাঁদপুরের আমিয়াপুরে
মা-মালেকার কোল জুড়ে
একটি ফুল আসে,
জলিল নামের সে ফুল ঘ্রাণে
রাসূল প্রেম আনিয়া প্রাণে
কুফর নেশা নাশে।
খোদার দ্বীন প্রচার তরে
ঘুরেছ দেশ দেশান্তরে
লিখেছ কিতাব কত,
তুমি ছিলে জীবন্ত দলিল
অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল
পাবনা আর তোমার মত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিভিন্ন স্থানে অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণসভা

উপমহাদেশের অন্যতম আলেমে দ্বীন, লেখক গবেষক, দার্শনিক, সংগঠক উস্তাযুল উলামা অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণে আলোচনাসভা, মিলাদ ও দোআ মাহফিল দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকাল তিনটায় জেলা সভাপতি ডাঃ আলাউদ্দিন আল আবেদীর সভাপতিত্বে এবং ছাত্র সেনার জেলা সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন এর পরিচালনায় স্থানীয় সাইফুর রহমান হলে অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণ সভা, মিলাদ ও দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মাওলানা শেখ ফরহাদ সাদ উদ্দিন, মুফতি আবু ছাফওয়ান মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ মাওলানা গোলাম মোস্তফা নবীনগরী, মুফতি এম.এ মোমিন, মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম খাঁন, মুফতি বদরুর রেজা, মুফতি আবিদুল হক, মাওলানা সায়েদ, মাওলানা বেলায়েত হোসেন, আমিরুল ইসলাম প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, হাফিজ এম.এ. জলিল ছিলেন রাসুল প্রেমিক সুন্নী আন্দোলনের এক অসাধারন প্রতিভা, তিনি বক্তব্য, লেখনির দ্বারা দেশ বিদেশে সুন্নয়তের যে ভীত রচনা করে গেছেন সুন্নী মুসলিম জনতা তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। বক্তারা তার সংকলিত দুর্লভ কিতাবগুলো মসলকে আলা হযরত এর অনুসারী সুন্নী বিজ্ঞ কোন আলেমের তত্ত্বাবধানে রাখার দাবী জানান। সভা শেষে মিলাদ ও মোনাজাত এর মাধ্যমে তাঁর রফয়ে দরাজাত কামনা করা হয়।

শায়েস্তানগর জামে মসজিদ ঃ গত ২৯ অক্টোবর মঙ্গলবার বাদ মাগরিব হবিগঞ্জ শায়েস্তা নগর জামে মসজিদে আল্লামা এম.এম. জলিল (রহঃ) এর স্মরণে এক দোআ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের ইমাম মাওলানা আঃ আলীম এর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা সোলাইমান খাঁন রাব্বানী, আলহাজ্ব আঃ মোহিত, আখেরী মুনাজাত পরিচালনা করেন মুফতি আবু ছাফওয়ান মুহাম্মদ আশরাফুল ওয়াদুদ। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এম.এ. ওয়াহিদ, মাওঃ নাছির উদ্দিন মোঃ আজিজুল ইসলাম খান।

আজমিরিগঞ্জ উপজেলাঃ অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আজমিরিগঞ্জ উপজেলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উদ্যোগে মোঃ মঈনুদ্দিন আক্কু মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন কাজী মাওঃ আফজাল হোসেন, মাওঃ মহিবুর রহমান, এডঃ আবুল আজাদ, মাওঃ মোজাক্কির হোসেন, আঃ করিম প্রমূখ সভা শেষে তাঁর রূহের শান্তি কামনা করে মোনাজাত করেন মাওঃ শফিকুল ইসলাম জালালী।

চুনারুঘাটে অধ্যক্ষ আল্লামা এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণ সভা

"আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) স্মৃতি পরিষদ চুনারুঘাটের" উদ্যোগে উপমহাদেশে সুন্নী আন্দোলনের আপোষহীন বরেণ্য আন্তর্জাতিক প্রখ্যাত আলেম দ্বীন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব পীরে তরিকত ও কলম সম্রাট আল্লামা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মরণ সভায় বক্তারা বলেছেন, ঈমান আক্বিদা তথা সুন্নী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) আপোষহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি বীর মোজাহিদ ছিলেন। তাঁর অসামান্য অবদান ঈমানদান মুসলমানগণ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখবে। তিনি উপমহাদেশ পার হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দলিল ভিত্তিক বক্তব্য ও লেখনির মাধ্যমে ওহাবী, খারেজী, মওদুদী সহ বাতিল পন্থীরা মাথা উচুঁ করে থাকতে পারেনি।

গত ৭ অক্টোবর বুধবার বেলা ৩টা হতে চুনারুঘাট উপজেলা হলে আয়োজিত বিশাল স্মরণসভা, মিলাদ শরীফ ও দোয়ার মাহফিলে সভাপতিত্বে করেন হাজী আবুল হোসেন আকল মিয়া। পরিষদের সদস্য সচিব বশির আহমদ তালুকদারের পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন- আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) স্মৃতি পরিষদ চুনারুঘাট এর আহবায়ক মাওলানা এস.এম ছোলাইমান খান রাব্বানী। এতে প্রধান অতিথি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা অধ্যক্ষ এ.টি.এম নূর উদ্দিন জঙ্গী, বিশেষ অতিথি আল্লামা এক.কে. আফছর আহমদ তালুকদার, মাওলানা আবদুল মোহিত, মাওলানা প্রভাষক শহীদুল ইসলাম, মাওলানা আজিজুল ইসলাম খান ও মাওলানা আলী মুহাম্মদ চৌধুরী।

আল্লামা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ) বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপাদক্ষ মাওলানা মোশাহিদ আলী, প্রভাষক মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী, মাওলানা মতিউর রহমান হেলালী, মাওলানা মুফতি মুসলিম খান, মাওলানা প্রভাষক আব্দুস সালাম, ইয়াছিন তালুকদার, অধ্যক্ষ কুতুব উদ্দিন আখঞ্জী, মাওলানা আবদুল কাইয়ূম, মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ নূরী, শফিকুল ইসলাম দুলাল, মাওলানা ছালে আহমদ তালুকদার, সাংবাদিক এস.এম. সুলতান খান, মাওলানা মোশাহিদ, ইকবাল হোসেন, মুফতি রফিকুল ইসলাম, মাওলানা জামাল উদ্দিন মুন্সী, মাওলানা মখলিছুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা ইয়াকুত আলী, মাওলানা ওমর ফারুক, আতাউর রহমান সরকার তৌফিক, সৈয়দ মামুনুর রশিদ প্রমূখ।

বক্তাগণ আরও বলেন, বরেণ্য শিক্ষাবিদ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, দক্ষ সংগঠক ও প্রবীণ লেখক-গবেষক আল্লামা এম.এ. জলিল (রহঃ) হাজার হাজার ছাত্র জন্ম দিয়ে দেশব্যাপী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট গড়ে তোলে, ৫০টির অধিক মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে, একটি মাসিক পত্রিকা "সুন্নীবার্তা" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে বহুমুখী প্রতিভার দৃস্টান্ত স্থাপন, ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন। পরিশেষে মিলাদ শরীফ ও আল্লামা অধ্যক্ষ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত সহ বিশ্ব মুসলিমের শান্তি ও মুক্তির জন্য মোনাজাত করা হয়।

আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল স্মৃতি পরিষদ গঠন

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন প্রিন্সিপাল আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ) এর স্মৃতিচারণ সমুন্নিত রাখতে চুনারুঘাটে গঠন করা হয়েছে আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল স্মৃতি পরিষদ। এ উপলক্ষে গত ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকাল চুনারুঘাট পৌর শহরস্থ গাউসুল আজম জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা মাওলানা মতিউর রহমান হেলালীর সভাপতিত্বে ও মাওলানা রাব্বানীর পরিচালনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চুনারুঘাট উপজেলা সভাপতি আলহাজ্ব আবুল হোসেন আকল মিয়া, মাওলানা আলী মোহাম্মদ চৌধুরী, ইয়াছিন তালুকদার, মাওলানা মুসলিম খান, বশির আহাম্মদ তালুকদার, মাওলানা আব্দুছ ছালাম, জামাল মিয়া, মোশাহিদুল ইসলাম, কুতুবুল হাসান রফিক, সাংবাদিক এস.এম. সুলতান খান, কাউছার আহম্মেদ রুবেল ও হাফেজ জাহাঙ্গির প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতি ক্রমে আলহাজ্ব মাওলানা ছোলাইমান খান রাব্বানীকে আহবায়ক ও বশির আহম্মদ তালুকদারকে সদস্য সচিব করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট চুনারুঘাটে "আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিল স্মৃতি পরিষদ" নামে একটি সামাজিক সংগঠন গঠন করা হয়। এ কমিটির উদ্দ্যোগে আগামী ৭ অক্টোবর বুধবার বিকাল ২ টায় উপজেলা হল রুমে আল্লামা জলিলের স্মরণ সভার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সভায় সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরে মিলাদ ও মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। *সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব*

চুনারুঘাটে ইসলামী ছাত্রসেনার ঈদ পূর্ণমিলনী ও আল্লামা জলিলের শোক সভা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনার চুনারুঘাট উপজেলা শাখার উদ্যোগে গত শুক্রবার বিকালে স্থানীয় কার্যালয়ে ঈদ পুনমিলনী ও আল্লামা এম.এ. জলিলের শোকসভা উপজেলা সভাপতি মোশাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও কাউছার আহমেদ রুবেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম আল্লামা হাফেজ এম.এ. জলিলের জীবন আদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট চুনারুঘাট উপজেলা সভাপতি মাওলানা মুসলিম খান, শিব্বির আহম্মদ, আকছির মিয়া, ইকবাল আহম্মদ ও মনির আহম্মদ প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, এশিয়া মহাদেশ তথা বাংলাদেশের সুন্নী জনতা একজন সুন্নী আন্দোলনের বীর পুরুষ আল্লামা জলিল সাহেবকে হারিয়েছে। *সূত্র ঃ ইনকিলাব*

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা হাফেজ এম এ জলিলের দাফন সম্পন্ন

বিভিন্ন সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের শোক

স্টাফ রিপোর্টার : উপমহাদেশের বিজ্ঞ আলেম, ওস্তাজুল ওলামা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল, ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ গাউসুল আজম জামে মসজিদের খতিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মহাসচিব প্রিন্সিপাল আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল [illegible]

[illegible]

হাফেজ এম এ জলিলের দাফন স[illegible]

(১ম পৃষ্ঠার পর)

[illegible] তিনটি জানাযা শেষে [illegible] পারিবারিক [illegible] দাফন করা হয়েছে। [illegible] সকাল [illegible] ১০টায় [illegible] মসজিদে মরহুমের প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয় শাহজাহানপুর গাউসুল আজম জামে মসজিদে। [illegible] মাগরিব বাদে চাঁদপুর জেলার [illegible] আলিপুর গ্রামে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল জানাযা শেষে তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হয়। শাহজাহানপুর গাউসুল আজম মসজিদে [illegible] জানাযা শেষে [illegible] মরহুমের লাশ [illegible] নিয়ে [illegible] উদ্দেশে [illegible]।

[illegible] বাংলাদেশের [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] মাওলানা [illegible] আবেদী, আল্লামা ড. মাহবুবুর রহমান, [illegible] আল্লামা [illegible], আল্লামা এম এ মতিন, মাওলানা [illegible], মাওলানা আব্দুর রহমান আল-কাদেরী, মাওলানা [illegible] আল-কাদেরী, মাওলানা হাফেজ হাবিবুর রহমান, মাওলানা [illegible], মাওলানা [illegible], মাওলানা [illegible] আহমদ, মাওলানা [illegible] পাটোয়ারী, মাওলানা [illegible] আল-কাদেরী, মাওলানা মুফতি [illegible] ইসলাম [illegible], মাওলানা [illegible] মুফতি [illegible], মাওলানা [illegible], মাওলানা [illegible], মাওলানা নুরুল ইসলাম [illegible] আল-কাদেরী, মাওলানা মুফতি মনির, মাওলানা হাফেজ [illegible] আলী, মাওলানা আব্দুল [illegible], মাওলানা [illegible], মাওলানা [illegible] [illegible]।

মরহুম হাফেজ এম এ জলিলের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে [illegible] কামনা এবং [illegible] প্রতি [illegible] বিভিন্ন সংগঠন, [illegible] শোক বার্তা [illegible] বলা হয়, মরহুম [illegible] আব্দুল জলিল [illegible] [illegible] চেয়ারম্যান [illegible] [illegible] আলহাজ্ব [illegible] জাতীয় ইমাম ও খতিব [illegible] মহাসচিব [illegible] আল-আজহারী, আল্লামা [illegible] (রহঃ) [illegible] সদস্য [illegible] হোসাইন [illegible], ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আল্লামা এম এ মান্নান ও মহাসচিব এম এ মতিন, ইসলামী [illegible] সভাপতি [illegible] আবু [illegible] ও সাধারণ সম্পাদক [illegible], [illegible] ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান [illegible] মোহাম্মদ [illegible] ও সেক্রেটারী জেনারেল মোঃ [illegible], ইসলামী ফ্রন্টের ঢাকা মহানগরী [illegible] সভাপতি [illegible], ইসলামিক ফ্রন্টের সভাপতি এম মনির হোসাইন ও [illegible] [illegible] মুফতি [illegible], [illegible] মাহমুদ [illegible]।

[illegible] উপজেলা সংবাদদাতা জানান, আলেমে দ্বীন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক প্রিন্সিপাল হাফেজ আল্লামা এম এ জলিলের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট [illegible]

মরহুম এম এ জলিল (রহঃ) ছিলেন সুন্নী জগতের অন্যতম প্রতীক

-গাউসিয়া হামিদিয়া রহমানিয়া দরবার

স্টাফ রিপোর্টার : আল্লামা হাফেজ এম এ জলিলের (রহঃ) রূহের মাগফেরাত কামনায় গাউসিয়া হামিদিয়া রহমানিয়া দরবারের উদ্যোগে কুলখানি, আলোচনা মিলাদ ও দোয়া মাহফিল গতকাল আশকোনা দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব ও মোনাজাত পরিচালনা করেন দরবারের প্রধান শায়েখ পীরে তরীকত আলহাজ হযরত মাওলানা মোঃ আঃ রহমান আল-কাদরী (মাঃজিঃআঃ), পীর সাহেব, আশকোনা। হযরত পীর সাহেব তার আলোচনায় বলেন, মরহুম এম এ জলিল (রহঃ) ছিলেন সুন্নী জগতের অন্যতম প্রতীক। তার নির্ভীক ধার ও বক্তব্যের [illegible] সুন্নী ও নবী প্রেমিকদের অন্তর যেমন খুশীতে উত্তাল হত তেমনি বাতিলদের অন্তর ভয়ে কম্পমান হত। মাহফিলে মিলাদ শেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করা হয়।

আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অব্যাহত

আল্লামা হাফেজ জলিল (রহঃ) ছিলেন দ্বীন ও আক্বিদার প্রশ্নে সুদৃঢ়চিত্ত ঈমানদার

বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখ

স্টাফ রিপোর্টার : আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল সাহেবের (রহঃ) স্মরণে আলোচনা সভা, দোয়া ও মোনাজাত অব্যাহত রয়েছে। গতকালও বিভিন্ন সংগঠন পৃথক পৃথক আলোচনা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এছাড়া বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখগণ মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে পৃথক পৃথক শোকবাণী দিয়েছেন।

[illegible] ছাত্র ওয়াল জামাত সুন্নী যুব ও যুব সংগঠন আল্লামা [illegible] হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর স্মরণে গতকাল [illegible] বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাত্র ও যুব সংগঠন কর্তৃক এক স্মরণ সভা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। [illegible] ৩১০, [illegible] সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, [illegible] ছাত্র গাউসিয়া হামিদিয়া [illegible] মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, [illegible] গাউসিয়া হামিদিয়া [illegible] চেয়ারম্যান, হযরতুল আল্লামা আলহাজ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হামিদ আল-কাদরী (নেসারাবাদের পীর সাহেব কেবলা)।

উক্ত স্মরণ সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ অনেক মেহমান আসেন। [illegible] মরহুমের [illegible] এবং তার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম জলিল সাহেব ছিলেন সুন্নী মতাদর্শের [illegible] ও গবেষক। [illegible] শিক্ষকতা ও [illegible] মাধ্যমে তিনি দীর্ঘদিন [illegible] [illegible] ও [illegible] ছাত্র ওয়াল জামাতের সঠিক ঈমান-আক্বিদার দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে হুজুর পীর সাহেব কেবলা বলেন, জলিল সাহেব শুধু [illegible] ছিলেন না, তিনি [illegible] দিয়ে ইসলামের নানা বাতিল ফেরকার মুখ [illegible] উন্মোচন করেন এবং তা [illegible] ও বিলুপ্তির জন্য নিরলস পরিশ্রম [illegible] চেষ্টা করেন। এজন্য সুন্নী জামাত তার কাছে চিরঋণী। আমরা সবাই তার রূহের মাগফেরাত এবং পরিবারের জন্য

২২ ৯ ০৩

হাফেজ এম এ জলিলের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ অব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মহাসচিব আল্লামা প্রিন্সিপাল হাফেজ এম এ জলিলের ইন্তেকালে বিভিন্ন সংগঠনের শোক প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে।

আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল দায়িত্ব পালনে সফলতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন

—আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন

চট্টগ্রাম ব্যুরো : প্রিন্সিপাল হাফেজ এম এ জলিল স্মরণে এক সভা আঞ্জুমানে খোদ্দামুল মুসলেমীন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংস্থার চেয়ারম্যান এম শেহাব উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, মরহুম আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল বিখ্যাত আলেমে রাসূল, সংগঠক, লেখক, গবেষক, দার্শনিক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া, আলীয়া, ঢাকা মুহাম্মদপুর কাদেরীয়া তৈয়্যবীয়া কামিল মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি শাহজানপুরস্থ মসজিদে গাউসুল আজম, হযরত টাকশাহ মিয়া জামে মসজিদের খতিব, জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত বাংলাদেশের মহাসচিব হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সুন্নি মতাদর্শের আলোকে যুক্তিপূর্ণ ও যুক্তিতথ্যভিত্তিক অনেক কিতাব

আল্লামা হাফেজ জলিল সাহেবের অবদান মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে

— ইসলামী ফ্রন্ট

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের উদ্যোগে সংগঠনের সাবেক চেয়ারম্যান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাবেক মহাসচিব মোহাম্মদপুর [illegible] [illegible] এম এ জলিল [illegible] স্মরণ সভায় [illegible] হাফেজ এম এ [illegible] মানুষ চির দিন [illegible] সংগঠনের [illegible] স্মরণ সভায় প্রেসিডিয়াম জুনায়েদুল হক প্রেসিডিয়াম আলহাজ্ব সিরাজ [illegible] মহাসচিব মাওঃ [illegible] মহাসচিব মা[illegible] পাটোয়ারী ও [illegible] আল কাদেরী, আব্দুস সামাদ।

হাফেজ আব্দুল জলিল (রহঃ) ছিলেন আলেম সমাজের পথের দিশারী

-ড. মাওলানা মাহবুবুর রহমান

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন আল্লামা হাফেজ এম এ জলিল (রহঃ)-এর [illegible] বাদ মাগরিব ফরিদগঞ্জ [illegible] মাদরাসায় এক আলোচনা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] এ.কে.এ মাহবুবুর রহমান [illegible] বলেন, আকিদার প্রশ্নে [illegible] আব্দুল জলিল (রহঃ) [illegible] সমাজের পথের দিশারী। [illegible] দার্শেীনের কেন্দ্রীয় নেতা [illegible] শিক্ষার উন্নয়নে তিনি [illegible] রেখেছেন। মরহুমের [illegible] আরো আলোচনা করেন এইচ এম আনওয়ার মোল্লা, মাওঃ মনিরুল ইসলাম খান, [illegible] আহমদ, জমিয়তের [illegible] সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওঃ [illegible] ও মাওঃ মাহফুজুর

মরহুম এম এ জলিল (রহঃ) ছিলেন সুন্নী জগতের অন্যতম প্রতীক ১-১০-

-গাউসিয়া হামিদিয়া রহমানিয়া দরবার

স্টাফ রিপোর্টার : আল্লামা হাফেজ এম এ জলিলের (রহঃ) রূহের মাগফেরাত কামনায় গাউসিয়া হামিদিয়া রহমানিয়া দরবারের উদ্যোগে কুলখানি, আলোচনা মিলাদ ও দোয়া মাহফিল গতকাল আশকোনা দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব ও মোনাজাত পরিচালনা করেন দরবারের প্রধান শায়েখ পীরে তরীকত আলহাজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

না'রায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবার

না'রায়ে রিসালাত-ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

বাদ রমজান ছাত্র ভর্তি ছাত্র ভর্তি ছাত্র ভর্তি

গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানা
গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ

গ্রামঃ সেকদী, ডাকঘরঃ বাগড়া বাজার, থানাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলাঃ চাঁদপুর।

আবেদন

সম্মানীত অভিভাবকবৃন্দ
আস্‌সালামু আলাইকুম

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকদী গ্রামে হযরত বড়পীর গাউছুল আ'যম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ)- এর স্মৃতিস্বরূপ **গাউছুল আ'যম জামে মসজিদ, গাউছুল আ'যম হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও গাউছুল আ'যম এতিমখানা** নামে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ সুন্নী আক্বিদা ভিত্তিক কোরআনে হাফিজ, ইসলামী জ্ঞানে পরিপূর্ণ আলেম গড়া ও প্রকৃত দরিদ্র এতিমের সাহায্য ও পূর্ণবাসনের লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাই প্রতিষ্ঠাতার মূল লক্ষ্য।

বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

১। স্বল্প মূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন ও স্বাস্থ্য সম্মত সুন্দর পরিবেশে থাকার-সু-ব্যবস্থা।
২। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজিদ শিক্ষাদান।
৩। মেধাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ পুরুস্কারের ব্যবস্থা।
৪। প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সুন্দর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত।
৫। সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক জেনারেটরের ব্যবস্থা।

ভর্তির যাবতীয় তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য মাদ্রাসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
'জিহাদ ভবন' ১৩৪ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ। ফোন ঃ ০১৮১৮-২২৯২৯১, ৮৩৫৬৬৯১

pdf By Syed Mostafa Sakib

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ৩৩ তম সংখ্যা, অক্টোবর '০৯ ইং, মূল্য ১২.০০ টাকা

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

	হাদিয়া
হায়াত মউত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	(নিঃশেষ)
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	(নিঃশেষ)
আহকামুল মাযার	(নিঃশেষ)
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	(নিঃশেষ)
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	(নিঃশেষ)
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (সাদা)	(নিঃশেষ)
ফতোয়াউল হারামাঈন	(নিঃশেষ)
কালেমার হাকীকত	(নিঃশেষ)
কারামাতে গাউসুল আযম	(নিঃশেষ)
ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	(নিঃশেষ)
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ)
ফতোয়া ছালাছা	(নিঃশেষ)
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী	(নিঃশেষ)
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পান্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা ঃ সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ৩/৯ জয়েন্ট কোয়ার্টার, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, মোবাইল ০১৭১-১৪৬৯২০৩

বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা-২

- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।
- গাউসুল আযম হাফেজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ, সেন্দী, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।
- মাওঃ মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন, চতুরপুর বিষ্ণুপুর, জেলাঃ বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ শাহজাহান আলী, সলঙ্গা সাবরেজিস্ট্রি অফিস, সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ।
- কাওসার আহমদ দশম, হাজী আলিমুল্লাহ সিঃ মাদ্রাসা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।
- সৈয়দ মতিউর রহমান আশরাফী, আসুয়ানী, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।
- মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, গ্রামঃ চাঁদপুর গাউছিয়া পাড়া, ডাকঘরঃ মানিক কালিবাজার, কিশোরগঞ্জ।
- ডাঃ আবদুল মোতালেব চৌধুরী, নবীনগর পশুহাসপাতাল, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ রফিকুল ইসলাম, গোড়ান, শান্তিপুর, ঢাকা-১২১৯।
- মোঃ আবদুল আজিজ, ১৭/৬ স্বামীবাগ লেন, ঢাকা- ১১০০
- মোঃ রাজিয়ুল ইসলাম (পিন্টু), বাসাব, ঢাকা-১২১৪
- মাওঃ আমিনুল ইসলাম জালালী, মুদারিস, চারতল ইস, মা, আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া।
- মাওঃ নুরুল ইসলাম আল-কাদেরী, গাউছিয়া খানকা শরীফ, কাউরিয়া পাড়া, নরসিংদী।
- মোঃ আবু তাহের, গ্রাম মঙ্গলপুর, পোঃ তাজগঞ্জ বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ
- নুরে আলম খন্দকার, মদিনাতুল উলুম কা,হা,মাদ্রাসা ও এতিমখানা,সাদুল্লাপুর,সাভার।
- মোঃ আব্দুর রহমান, ইবি এসপিএস, রতনপুর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
- মোঃ আলি আশ্রাফ, নিজ মেহার (চৌধুরী বাড়ী), শাহরাস্তী, চাঁদপুর।
- মোঃ মাইনুল হাসান সরকার, তুষার এন্টারপ্রাইজ, বখশিয়া দরবার শরীফ, কুমিল্লা।
- মোঃ শরীফ উদ্দীন, প্রযত্নে- কামাল সওদাগর, গ্রাম+পোষ্ট সন্দীপ, চট্টগ্রাম।
- জোহাদিয়া কর্ণার, জামেয়া আহমদিয়া ছুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
- আ[illegible] ইসলাম খাঁন, মাসুদ- রেখা লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী, হবিগঞ্জ।
- হাফেজ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, গাউসিয়া সুন্নীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা, আমতলা আদর্শ বাজার, হবিগঞ্জ।
- মাওঃ আবু নোমান তাহেরী আল কাদেরী, ঢেপাটুলী গাউছুল আযম জামে মসজিদ, তিতাস, কুমিল্লা।
- মোঃ জিয়া উদ্দিন, ১৫৯/১- উত্তর যাত্রাবাড়ী, শহীদ ফারুক সড়ক, ঢাকা- ১২০৫।
- ডাঃ আবদুল করিম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, পীরগাছা, [illegible]।
- মাওঃ আব্দুল কাইউম, নোমান ষ্টোর, পুটিজুড়ি বাজার, বাহুবল, হবিগঞ্জ।
- MD. AHMED CHOWDHURY, 14. Bread Field Court, Hawley Road, Camdentown, London, NW1-8Rn U.K. Ph. 0207284313[illegible]
- MD. AHAD MIAH, 124 Sand Well Street, Caldmore ,Walsall Wsl-3Eg West Midlands, U.K. Ph. 01922-639817
- MR. MAKADDUS MIAH, All Seasons Dry Cleaning & Landuary 147/A Caldmore Road, Walsall, WSI 3RF Uk. Ph. 01922-6220093
- SYED MOSTAQUE MIAH, 41, Napier Street West, Oldham, OL8-4AE Uk. Ph. 0161-6270119
- MR. ABDUL WAHID, 44-17-25 Th Ave (2Nd Floor) Astoria, NY-11103 U.S.A. Tel : 718-6267695
- ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56.A, Glen Burn Road, Kings Wood, Bristol, BS15-IDP-U.K. Ph. 01179610560
- MD. MUZIBUR RAHMAN, 95, Wills Street, Lozells, Birmingham, B19-2AL, Uk.
- SYED WAISUR REZA, 18, Normanton Drive, Lough Borough LE-11-INT, U.K. Ph. 01509264582
- MD. ANWAR MIAH, 152 Winsor Road, Off: Country Road, Hull, Hu5-4 HH, North Hamber Side, U.K, Phone : 01482-657814
- MD.SAIFUR RAHMAN KHAN, Shiefield,S9-4Rh,U.K
- S.M. HASSAN, 68, Parkfield St. RushLome ,Manchester.
- SHUHELUL HAQUE, Soudiport, 01704380574.
- M.A. HOSSAIN, 96, Normunt Rd. Fenham, New Castle Upontyne, NE4-8SH, Uk, Tel : 0191-226017
- CHOMOK ALI, 358 Stani Forth Road, (Darnall) Shefield, S93Fu. U.K. Tel : 00114-242261
- SYED MOHAMMAD ALI, 24 Stubbington Avenue, Northend, Portsmouth, Po2-OHT, Uk. Ph 02392662270
- ABUL KASHEM MALIK, 36 Priston [illegible] Road, Brighton, BN1-3Tj Uk. Ph. 012738206[illegible]8
- MR. SHAHABUDDIN, 101, Brook Drive, L[illegible]d SE11-4TU, Uk. Ph. 02077359744
- SYED MUQTASID, 32 Brougham St. Burnley, Lanc[illegible]ire, BB12-OAS, Uk. Ph- 01282-623138
- ASHIK UDDIN, 142 Nottingham Road, Loughborough. LE11-1Ex, Uk. Ph 01509-269109
- MR. KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 24 Albart Walk North Wool Wich, E16-2Nl, Uk. Tel : 0207-4733514
- MR. SALIK MIAH,27,Nelson Road, Aston, Birmingham, Ph. 0121-3275564
- ABDUL MALIK,S-Deburgh Street,Riverside, Cardiff,Uk. Ph : 01920220386
- ZIAUR RAHMAN, Birmingham, B19-1HG, UK. Tel : 0121-5519495
- SM. MIZANUR RAHAMAN, Po Boox No 345, Buraydah,K.[illegible] A.

ডাঃ দিলরুবা কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafe.._ma.jalil@yahoo.com Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

pdf By Syed Mostafa Sahib